পাথেয়

শ্রীস্নেহলতা দেবী, ভারতী

এক বছরের মধ্যেই মহিলা কবি শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী রচিত দ্বিতীয় কবিতার বই "পাথেয়" প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পড়িবার সুযোগ হইয়াছিল। কাব্য রচনায় যিনি রসসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন—কবি হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই সার্থকতার দাবী করিতে পারেন। আমি অকুণ্ঠ ভাষায় বলিতে পারি যে শ্রীমতী স্নেহলতা সে দাবি করিবার সম্পূর্ণ অধিকার অর্জন করিয়াছেন।

গৃহকর্মে যিনি সুনিপুণা—সন্তানপালনে যিনি সার্থক জননী,—তিনি যখন কবিতা রচনাতেও সার্থকতা লাভ করেন তখন তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্রী হইয়া উঠেন।

আমার বিশ্বাস "পাথেয়" পাঠক পাঠিকাদের আনন্দ বিধান করিবে।

১৬, বিপিন পাল রোড,
পোঃ কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পূজার ফুলের মত পবিত্র যে কবিতার মালা,
স্নেহলতা দেবী দেখি তাই দিয়ে সাজালেন ডালা ;
তাহার প্রসাদ-গুণ মুগ্ধ চোখে হেরি সবিস্ময়ে।
'সুরভি ভাসিতে থাক্ সুপ্রভাতে ভারতী-নিলয়ে।

৭, রাজাবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পাথেয়
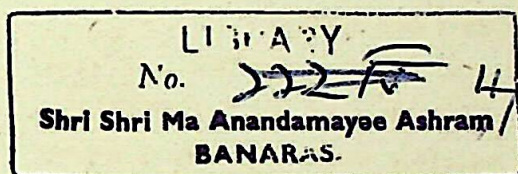
শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেবী, ভারতী

শ্রীবিদ্যা পাবলিশিং হাউস
রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা
কলিকাতা-৮

প্রকাশক :
শ্রীসতীরঞ্জন সেন
শ্রীবিদ্যা পাবলিশিং হাউস
রঙ্গনাথপুর। ডাকঘর—বড়িশা
কলিকাতা-৮

দক্ষিণা :
তিন টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ :
ফাল্গুন
১৩৬৩

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

কাগজ সরবরাহক :
রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩২বি, ব্রাবোর্ণ রোড
কলিকাতা।

নিবেদন

আমার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'মনের কোণে' লইয়া অতি ভয়ে ভয়ে বাহিরের জগতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেশে কবি ও কবিতার বই এর অভাব নাই। বিশেষতঃ আমি প্রাচীনা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পর তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া নতুন কিছু দিবার মত প্রতিভা আমার নাই। তাই আমার পক্ষে এ চেষ্টা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তবু আমার মত অখ্যাতনামা লেখিকাকেও বহু খ্যাতনামা কবি ও সুধীবর্গ প্রশ্রয় দিয়াছেন। সেই জন্যই সাহস করিয়া আমার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে পুনরায় 'পাথেয়' প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে কবিতাগুলির অধিকাংশই ভালো করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। আমার মত সামান্য লেখিকাকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সে ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয় এবারও ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গিরীশ-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া "শ্রীমুখ" লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধেন্দুলাল সেনগুপ্ত মহাশয় এবারও কষ্ট করিয়া প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়া "পাথেয়"-এর সৌন্দর্যবর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

আমার অগণিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ প্রায় প্রত্যেকেই 'মনের কোণে' একখানি করিয়া নিয়া আমাকে আর্থিক সাহায্যও করিয়াছেন। ঐভাবে অর্থ সাহায্য না পাইলে 'পাথেয়' প্রকাশ করা আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইত। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মুদ্রাকর, নাভানা প্রেসের কর্তৃপক্ষকে এবং কাগজ-সরবরাহক, রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহাদের সহৃদয়তার জন্য।

'পাথেয়' যদি বাঙ্‌লা কবিতার পাঠক পাঠিকাদিগকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করিব।

ইতি—

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী

ভূমিকা

"কেন কবে আসিয়াছি, মনে নাই কিছু তার ;
এবে দেখি আঁধারেতে ঘেরা মোর চারিধার।
মরণ-সাগর-তীরে, আনমনে করি খেলা,
আঁধারেই কাটে দিন, আঁধারেই ভাঙ্গে মেলা।"

লেখিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় যদি নাও থাকত, তবু তাঁর উদ্ধৃত চারটি পংক্তি দেখেই বুঝতাম, যে কবিতা তাঁর কাছে ভাষার ছটা নয়, জীবন-সাগরে ভাসবার ভেলা। অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনি গিয়েছেন, এবং এখনও যাচ্ছেন ; তবু কাব্য-স্রোত সমানে বয়েছে। 'সোনার বাঙ্লা'র অন্তর্গত 'পনোরই আগস্ট' গান রচনা করেছেন, বাইশে শ্রাবণ, রবীন্দ্র তিরোধানের দিনে ; আর এক শ্রাবণে 'রবীন্দ্র প্রণামে' তাঁর গভীর ভক্তির পরিচয় পাই। রবীন্দ্র-যুগের শ্রীঅরবিন্দকে যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি পথের পাঁচালীর অমর লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অর্ঘ নিবেদন করেছেন। লেখিকা গ্রামের মেয়ে, গ্রামের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ 'চাষী-ভাই' কবিতা, তার সার্থক প্রমাণ।

আর একদিকে প্রাচীন ভারতের চিরন্তন বাণী যে সব চরিত্রের মধ্যে সার্থক রূপ পেয়েছে তারও লিপি-চিত্র রয়েছে 'নির্বাসিতা সীতা', 'ভরত', 'শবরী' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শীর্ষক কবিতায়।

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর কাব্য 'মনের কোণে', 'উদ্বোধন', 'প্রবাসী', প্রভৃতি পত্রিকায় সমাদৃত হয়েছে। এবার তাঁর 'পাথেয়' পর্যায়ের কবিতাগুলিও বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার কাছে সমাদর পাবে, এ বিশ্বাস রাখি।

৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৩।

শ্রীকালিদাস নাগ

সূচীপত্র

ভ্রম-সংশোধনী

সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় বার পংক্তিতে 'জড়ায়ে ছাড়িয়া দিয়া' স্থানে 'জরারে ছাড়িয়া দিয়া' ও উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় ছয় পংক্তিতে 'জ্যেঠা' স্থানে 'জ্যেষ্ঠ'।

শ্রীমুখ

সুলেখিকা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী শিক্ষা ও সংসারক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তাঁর সহজাত কাব্য-প্রতিভার আলোকপাত করেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মনের কোণে'র মাধ্যমে। সাধারণতঃ আধুনিক লেখক লেখিকারা মনের কোণ থেকে নিঃসৃত রচনারাজি সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরতে আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীমতী স্নেহলতাকে এ রীতির ব্যতিক্রম স্বরূপ দেখে, তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারা যায় না। এঁর নিজের মনের কোণে দীর্ঘকাল ধরে যে সব কল্পনা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে, তিনি সর্বপ্রযত্নে সেগুলিকে চয়ন করে নানাভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রসাধনের পর গ্রন্থীবদ্ধ করেন সর্বপ্রযত্নে—নিপুণ মণিকার যে ভাবে তাঁর ভাণ্ডারজাত রত্নগুলি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে, দৃষ্টির কষ্টিপাথরের সাহায্যে তাদের গুণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে এসে, তবে স্বর্ণহারে মাল্যের আকারে যোজনা করে থাকেন। এই জন্যই এই অভিজ্ঞা লেখিকার রচিত কাব্য-অবদান 'মনের কোণে' নামে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-রসিক সমাজে সমাদৃত হয় এবং প্রথম গ্রন্থেই তিনি সুলেখিকারূপে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পান। শ্রীমতী স্নেহলতা এবার যশস্বিনী লেখিকারূপে 'পাথেয়' নামকরণে তাঁর পরবর্তী যে কবিতাগুলির সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তার প্রতিটি কবিতা ভাষার মাধুর্যে, ভাবের প্রাচুর্যে ও বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে রসোত্তীর্ণ হওয়ায় কাব্য-সাহিত্যে স্মরণীয় স্থান অধিকারে সমর্থ হয়েছে। অন্তঃপুরচারিণী মহিলা কবির এই সার্থক রচনা—বস্তুতান্ত্রিক বিষয়-সম্ভারে সমৃদ্ধ এই অনবদ্য কাব্য-গ্রন্থখানি সকল সমাজ ও সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার অন্তরে যেমন আনন্দের আলো বিকীর্ণ করবে, তেমনি পথেরও সন্ধান দেবে। এদিক দিয়ে গ্রন্থখানির নামকরণও সার্থক হয়েছে। পর্বোৎসব, বিবাহ, জন্মদিনের প্রীতি-উপহাররূপেও বইখানির যোগ্যতা অনস্বীকার্য। আশীর্বাদ করি, লেখিকার স্বতঃস্ফূর্ত কবি-প্রতিভার খ্যাতি দেশব্যাপী হোক।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট
১৭।২।৫৭

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

৺হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী—

একদা পথিক শিশু চলিতে চলিতে
দিলে পথে তুলি',
যেই পথ, সেই পথ আজও পথ তার—
সে পথে সঞ্চিত যাহা দিতে চাহে প্রাণ ;
অমরাপুরীতে তুমি,
দূর ব্যবধান।
হ'ক দূর ব্যবধান, তবু পাবে জানি
হ'ক যত তুচ্ছ, তবু তব কাছে দামী

পথিক

বাকী এখন বহু বাকি, এখনি ঝরিল কেন আঁখি,
এখন পথশেষ, অনেক অবশেষ ;
আঁধারে র'য়েছে শুধু ঢাকি,' বাকী এখন বহু বাকি !
এখনি কাতর কেন মন, পথ ত হ'য়নি নিরসন,
এই ত সুরু সবে, কে জানে শেষ কবে—
যাওয়ার এ শুধু আয়োজন, এখনি কাতর কেন মন—
কণ্টক বিঁধিছে বলি' পায়। ওই ত ও পথে সবে যায়,
দেখ না চারিধার, ফোঁটেনি কাঁটা কার ?
ও ক্ষতে সবারই জ্বলে যায়, কণ্টক বিঁধিছে বলি' পায়।
পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, সলিল কি মিলে না হেথায়—
অনন্ত-পিপাসী হিয়া, উঠিতেছে ব্যাকুলিয়া !
বারি হায়—এখানে কোথায়, সবারই যে ছাতি ফেটে যায় !
আঁধারে ঘিরিল চারি ধার, কেমনে চলিব পথ আর,
এখানে আলো নাই, দেখ না সবে তাই ;
উঠিয়া পড়িছে শতবার, আলো সে এখানে কোথা কার !
ডাকিলে কি মিলে না কো সাড়া, হেথা কি সবাই সাথী-হারা,
সাথী সে কোথা কার, দেখ না চারি ধার
পড়িয়া আপনি উঠে তারা, এখানে কে দিবে কারে সাড়া !

পথের শেষ ত নাহি পাই, বিশ্রাম লভিব কোন ঠাঁই ?
তবু ত অনুদিন, চলিতে তনু ক্ষীণ,
লক্ষ্যহীন চলিছে সবাই, শেষ—সে ত এ পথেতে নাই !
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেতে চায়, কেমনে চলিব পথ হায়,
তবু যে যেতে হ'বে, ওই ত চলিছে সবে,
বুকে বল বাঁধ নিরাশায়, হৃদয় ভাঙ্গিতে যদি চায় !

৪ঠা মাঘ ১৩৩২ সাল।

নীড়-হারা পাখী

ভেঙ্গে গেছে বাসা খানি তার, কবে কাল-বৈশাখীর ঝড়ে ;
বিস্মৃত সে অতীত দিনের কোন কথা
আজ মনে নাই তবু থাকি', থাকি'—
আজো যে কাঁদিয়া উঠে নীড়-হারা ব্যথাতুর মন !
মন-বিহঙ্গম কণ্ঠ রুধি' চায় আপন মরণ।
কত আশা, স্বপ্নে-ঘেরা, সাধের এ বাসা
দু'দিন না দিলে ঠাঁই, মিছে সব আশা মুছে গেল।
ভাবেনি তখন—দৃঢ় করি' বেঁধেছিল,
ভেবেছিল, এমনি কাটিবে বুঝি কাল !
হায় ! কি কপাল, ভেঙ্গে গেল ডাল, ভাঙ্গিল কুলায় !
মন-বিহঙ্গম, উড়ে চলে মহাশূন্যে, নাহিক সহায়,
ছুটে, ছুটে ক্লান্ত হ'ল পক্ষ দু'টি, রুদ্ধ কণ্ঠদ্বার।
সুখের সে বাসা তার নাই, বিশ্রামের ঠাঁই টুকু নিশ্চিহ্ন এখন,
বিশাল এ বিশ্বতলে তার, কোথাও কি নাই কিছু নাই ?
ভগ্ন প্রাণ, দেয় না ত সাড়া আর নব কুলায় রচনে,
তবু ভাগ্যের পরিহাস—একদিন রচিল সে নূতন কুলায়,
ভগ্ন সেই শাখে তার, জীবনের শেষ অবেলায়—
মন তবু উড়ু, উড়ু, কি জানি কোথায় যেতে চায়,
লুপ্ত প্রায় স্মৃতি টুকু যার, তবু সেই নীড়-পানে ধায়।
স্নিগ্ধ নাহি হ'ল প্রাণ, দু'টি দিন তরে,
মিথ্যা হ'ল সাধেরি স্বপন !
যে নীড় উড়েছে ঝড়ে, যে আশ্রয় স্মৃতি মাত্র সার,
আজো কেন তারি তরে, কাঁদে তার ব্যথাতুর মন ?

২৬শে শ্রাবণ ১৩৪৬ সাল

বঙ্গ-বিধবা

বঙ্গের বিধবা-বালা কোথায় তুলনা তার,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা দেবী সে উপমা যার ;
শুকতারা শুচিতায়, লাজেতে মলিন-প্রায়,
সুখ-গান, অবসান, ঝরে শুধু আঁখি-জল
বঙ্গের বিধবা ওই, চ্যুত সে শেফালী-দল !
বঙ্গের বিধবা মরি, বিষাদিনী বালিকা,
দয়িতেরি কণ্ঠচ্যুত, আধ-ফোঁটা মালিকা।
ধূলায় পড়িয়া আছে, জগতে সবারি পাছে ;
কেহ ত ডাকে না কাছে, ফিরেও দেখে না চেয়ে
ও ত মেয়ে মেয়ে নয়, ও যে গো দেবতা-মেয়ে !
মোদের অভাগা দেশ বলিতে কি সরমে,
অতুলন আপনি সে আপনারি ধরমে।
মোদের গৌরব-সেরা, ফিরেও দেখিনে মোরা,
শুকায় কুসুম-কলি বিজনেতে বিপিনে,
আমরা অধম তাই দেবী কোথা চিনিনে।

দেখে যাও ব্রিটনিয়া, আমেরিকা, জর্মাণী,
ফরাসী রূপসী এস, দেখিলে বুঝিবে জানি—
সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসিনী—দেখে যাও গরবিণী ;
দুখ-জয়ী বীরবালা, এ ভারতে উজলে,
অতুলন আপনি সে, নাই হেন ভূতলে।
দূরে থেকে পূণ্য ছবি নেহারিও সরমে,
বুঝিবে সে কি রতন, ভারতেরি মরমে।

তোমারি গৌরব-রবি, নতুন উজল ছবি,
বিষাদ প্রতিমা-খানি, ভারতেরি বুকেতে
গরিমার কিবা আছে, মরি মন-দুখেতে।
ত্যাগেতে যে কত সুখ, কি মহিমা বরণে,
দেখ এসে উছলিছে, এ ভারত-গগনে !
বিলাস-স্রোতেরি তলে, সুখে দাও অঙ্গ ঢেলে ;
বিলাসিনী বারেক এ দেবী-খানি হেরিয়া
নত শিরে রবে আঁখি, ও চরণ ঘেরিয়া।

চিত্রকর হ'লে হায়, তুলি তুলি' লিখনে
ছবি এঁকে ফুটাতাম সে মহৎ-জীবনে !
কবি হ'লে কাব্যে ধরি', দেখাতাম বিশ্ব-ভরি' ;
ভাস্কর হইলে গড়ি', ও প্রতিমা মূরতি
ভক্তি-ভরে পূজি' সদা করিতাম প্রণতি।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৩ সাল
ইতিনা।

জাগো

শুকায়েছে মোর মানস-কুঞ্জ, ফোটে না কুসুম-কলি যে,
ওঠে না ত আর প্রাণের উছাস, জোটে না ত আর অলি সে।
গাহে না ত আর পিক, পাপিয়ায়, আমার মানস-নন্দনে,
শুষ্ক এ হিয়া নহে মুখরিত, অলির আকুল গুঞ্জনে।
কঠিন কুটিল সংসারে হায়, জড়ায়ে পড়েছি নিত্য যে
পাইনে খুঁজিয়ে ফেলেছি হারায়ে উদার সরল চিত্তকে,
পাইনে আমার ভাবনা-বিহীন অনাবিল সুখ শান্তি সে,
হেলায় কাটান সময় আমার ছিল না যাহাতে ক্লান্তি যে।
কোথা সে সুস্থ সরল পরাণ, কোথা সে সোনার স্বপ্ন সে,
অবসাদে আজ ভরা দেহ প্রাণ, বেদনার ভারে মগ্ন যে।
মরভূর মাঝে ছিনু সরসীত, লভি' যাঁর কৃপাবিন্দু গো,
মঞ্জুরিত মোর মানস-কানন, উথলিত সুখ-সিন্ধু তো!
যাঁর কিরণের জ্যোতিতে ছিল এ হৃদয়-আকাশ রঞ্জিত,
সে ত আর আসি, দেয় না সে সুখ, ছিল যাহা প্রাণে সঞ্চিত;
কল্পনা-লো আজ জাগো একবার হৃদয়-বীণাটি গুঞ্জরি',
শুষ্ক সে কলি উঠুক ফুটিয়া মানস-কানন মুঞ্জরি'।

১৮ই মাঘ, ১৩২৭ সাল।

আর্ত-সেবিকা

সকলের বরণীয়া, হে নমস্যা নারী আর্ত-সেবাময়ী—
জগতে সবার শ্রেষ্ঠ তোমার আসন !
রুগ্নের সেবার লাগি', ক্লান্তি-হীন দু'টি কর ওই,
সদা ব্যস্ত, অতুলন কে আছে আপন !
ব্যথিত আতুর জনে জননী অধিক স্নেহ ঢালি'—
তোমরা করিছ সেবা যার যেটি চাই,
স্নেহ ছল, ছল, আঁখি করুণায় পড়িছে উছলি' ;
কার বুকে এত মায়া ভাবি শুধু তাই।
ঘৃণা-ভরে ঘৃণারে যে তোমরা দিয়েছ বিসর্জ্জন,
সভয়ে সে থাকি' দূরে কাঁপে থর থর।
শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, তোমাদের দেহেতে কখন
পশিতে না পারি' দূরে রহে যেন জড়।
মমতার নির্ঝরিণী বহে সদা করি' কুল, কুল,
দরদী উদার এই হিয়াতলে মরি'।
মূক ভাষা, স্তব্ধ ভাব হায় মম, এর সমতুল,
দীন আমি কোথা পাব, বুঝাব কি করি'
অক্ষমের শ্রদ্ধাপূর্ণ লহ নমস্কার, আঁখি বারি মম,
মহিমায় মহীয়সী অমরার দেবী যে তোমরা
মুগ্ধ চিত্তে শতবার ও চরণে নমঃ

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন ৫ই মাঘ, ১৩৬০

মনের আগুন

মনের আগুন থাকে মনে,
বনের আগুন থাকে বনে,
পথ-চারী যেবা যায়, সে জন জানিতে পায়,
আর জানে বনচর যারা মরে প্রাণে।
মনের আগুন কেবা জানে—
কভু রয় ধিকি, ধিকি, জ্বলে ওঠে ক্ষণে,
গোপনে মরম দহে পড়ে না নয়নে,
কভু জ্বলে দাবানল, পোড়ায় হৃদয়-তল অকরুণ-মনে ;
বিশ্ব যাহে দগ্ধ হয়, তবু তাহা দৃশ্য নয়,
তবু নাহি পরিচয় মিলে কারু সনে ;
মনের আগুন থাকে মনে।

গভীর নিশীথ-কালে, বিশ্ব যবে সুপ্তি কোলে রহে অচেতনে,
নিমেষে পড়ে যে সাড়া সকল ভুবনে
শিহরি' সভয়ে ছুটি' আসি' জনে, জনে,
নিবারে সে বহ্নি-শিখা সলিল-সিঞ্চনে,
লাগিলে আগুন গৃহ-কোণে।
মনের অনল 'পরি, ঢালে সপ্ত-সিন্ধু বারি যদি বিশ্ব সনে,
তবু তা তেমনি দহে মানব-জীবনে ;
মনের আগুন থাকে মনে।

গ্রীষ্মের প্রখর-তাপে, বসুন্ধরা ত্রাসে কাঁপে,
সৃষ্টি নাশ করে রবি অগ্নি বরিষণে,

সে অনল তাপ 'পরি সরস বরষা ঝরি'
করে সিন্ধু সুশীতল ঘন-বরিষণে ;
মনের অনল পরি' বৃথাই যায় যে ঝরি',
শ্রাবণের ধারা শুধু ঝরি' অকারণে ;
সাধ্য কোথা হায় তার পশিতে সেখানে!
মনের আগুন থাকে মনে।

২রা বৈশাখ, ১৩৫২ সাল।

পথ

পথ, সোজা নয়—
বিস্তীর্ণ দুর্গম পথ—আছে তার পদে পদে ভয়!
ক্লান্ত এ চরণ,
অতিক্রান্ত করিবারে তবু তার চেষ্টা অনুক্ষণ।
মসৃণ, পিচ্ছিল—
নাই কোথা মিল, যেথা সেথা খানা খন্দ,
দুর্গমতা হেরি' সভয়ে শিহরি—
কণ্টকের বন হেরি' হতাশ্বাসে হার মানে মন।
জীবনের ছন্দ হয় শেষ,
বাঁচিবার ক্ষীণ আশা নিমেষে নিঃশেষ;
কঠিন সংসার,
কী জটিল গ্রন্থি তার শেষ করা ভার!
ছাড়াইতে গেলে গ্রন্থি, আরো বাড়ে এসে,
ক্লান্ত মন শেষে
হাল ছেড়ে দিয়ে হয় হতাশে পাষাণ।

কোথা সমাধান—
তিলে তিলে পলে পলে, আপনার ক্ষয় অনির্ব্বাণ!
শুধু ক্ষতি সার,
ফিরাইতে পার যদি দৃষ্টি আপনার,
প্রকৃতিরে হের ঐ কী রূপ-সম্ভার;
দিকে দিকে কালে কালে কি রস-সঞ্চার!
সেই রস লহ লুটি', লহ তার দান,
দিবে সেই অমৃত সন্ধান, স্নিগ্ধ হ'বে প্রাণ!

হের নীলাকাশে, হের মহা মহীরুহে, প্রতি তৃণে ঘাসে,
নেহার শ্যামল সন্ধ্যা, কী বিচিত্র উৎসব সম্ভার !
প্রভাত, মধ্যাহ্নে রূপ নব নবতর—
নিঃস্তব্ধ নিশীথে,
মৌন, মূক, ধরণীরে, নেহার নিভৃতে ;
প্রকৃতির সে আনন্দ অকৃপণ দান,
যবে অবসাদে কর তুমি পান—
হতাশায় লভ প্রাণে নতুন আস্বাদ।
চাহ দেখি ফিরে,
আবার নতুন করি' পুরাতন সেই পথটিরে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল।

পান্থ

হে পথিক, পথ চল, পথ চল,
দাঁড়াবার নহে এই ঠাঁই !
সু-দুর্গম, দীর্ঘ পথ হেরি',
কেন পান্থ ক্লান্ত হ'বে আজ ?
এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র পরিবেশ,
গুটি কত প্রিয়, পরিজন,
এই নিয়ে কাটাবে জীবন !
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, সুখ দুখে তার,
করি হাহাকার,
ধরণীর আকাশ, বাতাস,
বিষাদের বেদনায়, ভারাক্রান্ত করি',
শুধু যাবে চলি' ?
কী করুণ পরাজয় এই,
হায়, এ যে অনন্ত মরণ !

এমন মরণ শুধু লবে,
যাবে লয়ে এই পরাজয় !
কেমনে করিবে পথ শেষ,
কোথায় পাথেয় তব দুর্বার এ পথে,
শোন কর্ণ পাতি',
কে পথিক কাঁদে ওই দুর্গম এ পথে,
বুঝি পথ হারায়েছে, বুঝি গেছে পড়ি' ;

যাও, ছুটে ধর দু'টি হাত,
সাধ্য যদি থাকে তব দাও পথে তুলি'।
সাহস, সান্ত্বনা দাও, সে ত কিছু নহে সুকঠিন!

আপনারে লয়ে শুধু কাটাতে জীবন,
কেহ ত আসেনি হেথা—
নিজেরে বিলায়ে দাও, সকলের মাঝে,
ক্ষুদ্র করি' আপনাকে রাখিও না ধরি'—
দাও তুমি সবাকারে বাটি',
আপনার যাহা কিছু আছে।

কে ক্ষতি করেছে তব, কে দিয়েছে ব্যথা,
আজও ক্ষত আছে তার, আজও আছে জ্বালা।
তাই চুপে, চুপে,
উহারে এড়ায়ে যাও দূরে দূরে সরি'।
যেও না, যেও না, বন্ধু, সে যে অতি বড় পরাজয়—
ক্ষণিক দাঁড়ায়ে দেখ, কাছে গিয়ে ওর
কী অভাবে আছে বুঝি ম্লান!
পার যদি সে অভাব দাও দূর করি'।
সে দিল বেদনা তোমা,
তুমি তারে দাও তব প্রেম সুমহান্।
শ্রেষ্ঠ জয় লভ তুমি তাহারই উপর,
তারপর হও অগ্রসর।

দীর্ঘ পথ ক্ষুদ্র যদি নাহি হয় তব,
দুর্গমতা নাহি যদি কমে,
তাতেই বা ক্ষতি কতটুকু !
আপনারে ক্ষুদ্র করি' পরাজয় নাহি নিও রণে,
সংসার-সংগ্রামে,
বীর বেশে হও অগ্রসর।
ফেলিও না আঁখি জল।
হও না কাতর, চাহিও না পিছনের পানে।
ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র আশা, তুচ্ছ করি' আজ—
আগু-পানে হও অগ্রসর ;
সবলের পথ শুধু এই,
আগে চল, আগে চল, দুর্বলের নাহি হেথা ঠাঁই।

২রা ভাদ্র ১৩৬২ সাল।

দেখা দাও

দেখা দাও, দেখা দাও,
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি
কোথা দূরে সরে যাও।
কোথায় রয়েছ কোন সে সুদূরে,
কি বলিয়া ডাকি, বল কোন সুরে,
আসিবে কি নাথ, শূন্য এ পুরে ;
কিছু নাহি যদি পাও!
শূন্য যে মম এ হৃদি-আসন,
করি নাই কিছু পূজা আয়োজন,
তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা,
ধূপ, দীপ, হেথা হয়নি ত জ্বালা ;
ধূলায় মলিন মন্দির-তল,
বারেক দেখিয়া যাও।
ভুলায়ে রেখেছ তাই আছি ভুলে,
উঠিতে কি পারি তুমি না তুলিলে,
আমার বলিতে কি আছে আমার
হে দয়াল ফিরে চাও।
যেমন রেখেছ, তাই আছি পরে,
তাই বলি তুমি যাবে দূরে সরে,
প্রেম-আঁখি-জলে মন্দির-তল
ধুয়ে পুছে নাথ কর নিরমল,

ধূপ, দীপ, জ্বালি, বিছায়ে আসন,
শেষ কর তব পূজা-আয়োজন
কোথা দূরে সরে যাও ;
দেখা দাও, দেখা দাও।

শান্তিনিকেতন
২৩শে চৈত্র ১৩৪৯ সাল

কে তুমি ?

কে তুমি রচিলে বল—বিশাল এ বিশ্বকায়া,
অমৃত, গরলে মাখা সৃজিলে মধুর মায়া।
অনন্ত অম্বর ওই নেহারি যে শূন্য 'পরে—
পলে, পলে, মেঘ কত শোভা ঢালে থরে থরে !
কে তুমি কোথায় বসি' কাননে ফোটাও ফুল,
নিশীথে গগনে, মরি ! সাজাও তারকা-কুল।
সুধাকরে সাজাইলে, মানস-মোহন ছবি,
দিবস, রজনী, সন্ধ্যা, কনক, কিরণ, রবি।
শ্মশান, সূতিকা-গেহ, সাজাইলে পাশাপাশি,
মিলন মধুর-সুখে, বাজাও বিদায়-বাঁশী।
নগরের কোলাহল, গভীর গহন-মাঝে,
নভঃ, শৈল, সরসীতে, যেখানে যা কিছু সাজে।
যখন যেরূপে তার শোভা ধরে নবরূপ,
নির্বাক বিস্ময়ে হেরি', কে সাজাও অপরূপ !
হেমন্ত, শরৎ, শীত, বরিষার বরিষণ,
ষড় ঋতু, বর্ষ, মাস, কার এত আয়োজন।
কখন প্রকৃতি-রাণী, ভুবন ভুলাল হাসে,
সংহারিণী অট্টহাসি কভু সৃষ্টি মরে ত্রাসে।
একই দেহে কতরূপ, শৈশব, যৌবন, জরা,
স্নেহ, প্রেম, দয়া, ক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ-ভরা।
যখন যেদিকে ফিরে, তব দেওয়া আঁখি দু'টি,
হেরি তব সৃষ্টি সেথা, নবরূপে আছে ফুটি।

তবু হেরি কতটুকু, কতটুকু জানে প্রাণ—
কতটুকু বুঝি বল, কি বিশাল তব দান!
কে তুমি কোথায় থাক,—হে চির-মহিমাময়,
জীবনের শেষ দিনে, মিলিবে কি পরিচয়?

২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল
শান্তিনিকেতন।

হৃদয়ে এস

হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, তুলিতে পতিত জনে,
উঠিতে না পারি, লুটে ভূমি-তলে, হাত ধরে তারে লহ কোলে তুলে ;
তব পথে যেতে, পথ গেছে ভুলে, মন কাঁদে মনে মনে—
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, দুর্বলে বল দিতে।
রিপুরা করিছে সব কিছু জয়, তোমারি অভয়ে লভিব অভয় ;
কোথা তুমি চির-মঙ্গলময়, পারি যেন চিনে নিতে।
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, হৃদয়-বিহারী মম,
অশুভ, অশিব যা কিছু সকল, দূর করি দিয়ে কর নির্মল,
আঁধার এ হৃদি হউক উজল, উষার প্রভাত সম।
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, চির-সুন্দর মোর,
অসুন্দর মম যা কিছু যেথায়—চির-সুন্দর হ'ক মধুময় ;
সব সন্দেহ, সব সংশয়, নাশ সব মোহ ঘোর।
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, হে চির-আরাধ্য ধন,
পুণ্য-পরশে মরুভূমি 'পরি, কণ্টক-বন দাও দূর করি ;
নন্দন-বন লহ সেথা গড়ি', হ'ক সে বৃন্দাবন।
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, পরশ-রতন-মণি—
লৌহ সম এ কঠিন হৃদয়, হ'ক পরশে কাঞ্চনময় ;
তোমারে লভিয়া ভিখারী হৃদয়, হ'ক সে পরম-ধনী।
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, হে মম-রাজাধিরাজ,—
এ আঁধারে ওগো অখিলের পতি, উজলি উঠুক তব প্রেম-জ্যোতি ;
যত অপচয়, যত ক্ষয়, ক্ষতি, সার্থক হ'ক আজ
হৃদয়ে এস, হৃদয়ে এস, হে মম-রাজাধিরাজ।

১৩৫৯ সাল, ১৮ই পৌষ।

অনুতপ্ত

হে মোর অন্তরযামী, তুমি মোর জানিছ অন্তর—
সুদীর্ঘ-জীবন-পথ বহিয়া এসেছি নাথ,
ক্লান্ত পদ কাঁপে থর থর।
আজ আমি দাঁড়াব কোথায়, চাহিব কাহার মুখ-পানে,
তুমি মোরে ফিরাতে চেয়েছ, আমি তবু শুনি নাই কানে ;
না চাহিতে তুমি মোরে কত কি দিয়েছ নাথ
আমি তাহা বুঝি নাই বলি ;
ভাল যাহা বুঝিয়াছ, তাইত দিয়েছ তুমি
তুচ্ছ করি গিয়াছি যে চলি।
অভিমানে রয়েছি বিমুখ, তব পরে ফেলিয়াছি দোষ ;
আমি তব করেছি বিচার, তুমি তবু কর নাই রোষ।
আজ আমি পথ-হারা ছুটি,
লক্ষ্য-হীন অজানার পানে,
ভাবিয়াছি তাই শ্রেয় বুঝি,
তব দান ভাল যাহা লাগিয়াছে প্রাণে।
মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি যাহাতে, আজ দেখি সকলি অসার,
মিথ্যারে আঁকড়ি' ধরি' হায়, ফাঁকি দিনু যাহা শ্রেয় সার !
সে ফাঁকি নিজেরে ফাঁকি, দিয়েছি অজ্ঞাতে নিজে
তখন বুঝিনি তাহা হায়!
ভাবিয়াছি সবই ঠিক আছে,—
তোমা ছাড়ি' রহিয়াছি দূরে, অহমিকা-ছায়,
তবু তুমি করিয়াছ ক্ষমা, হে দয়াল চির-ক্ষমাময় !

কি সাহসে করেছি বিচার, আজ তাহা জানাব কাহায়
পথ বুঝি হারায়েছি নাথ, ভয়ে তাই ঝরে আঁখি-লোর।
চারিদিকে চেয়ে দেখি হায়!
কী গভীর মসী-কৃষ্ণ অন্ধকার ঘোর—
হে মোর অন্তরযামী, তুমি ত জানিছ সবই,
তব কোলে লহ টানি' ক্ষমি' আজ সব ত্রুটি মোর।

৫ই পৌষ, ১৩৫৯ সাল।

আমারে শিখাও

নিশিদিন মোরে ডাকিতে শিখাও,
শিখাও তোমারি ভাবনা ;
পরম দয়াল হে, ভব ভয়াল
নতুবা তোমারে পাব না।
মোহ বলে—'তুমি ফির দূরে দূরে'
জ্ঞান বলে—'আছ এ হৃদয়-পূরে'
বিবেক বলিছে—'পরশে তোমার
দূর হবে পাপ-বাসনা।'
অবিশ্বাস বলে—'কেহ কোথা নাই'
মিছে ডেকে মর কাহারে ?'
বিশ্বাস আসি' কহে দুখ নাশি'—
'সবই ফেলি' ডাক তাহারে।'
হে অনাথ-নাথ, অগতির গতি
মলিন মনের হের দুর্গতি !
নানা জনে হেথা, নানা কথা কহে
পথ নাহি হেরি আঁধারে।
ডাকিতে জানি না, তাইত মলিন
রেখ এ অযোগ্যে শরণে।
হে, রাজাধিরাজ, হে প্রভু আমার
হেরিলে নিমেষ নয়নে,
সব মলিনতা দূরে যাবে চলি'
তোমারি প্রভায় উঠিব উজলি'
কবে বা আসিবে, এ দুখ নাশিবে,
আমিত্ব মিশিবে চরণে।

৫ই ভাদ্র ১৩৩৬ সাল

বোঝাপড়া

কেন অবিশ্বাস প্রাণে—
তুমি আছ, তুমি আছ, রয়েছ সঙ্গোপনে।
'তুমি নেই' কথা মরমে লাগে,
'তুমি আছ' প্রাণে পুলক জাগে,
তুমিত র'য়েছ আমি ই চিনিনে, সন্ধান পাব কোন খানে ?
তুমি নেই কোথা কার—
তুমি আছ, তুমি আছ, সদাই সবাকার,
তুমি নেই, আমি কেমনে আছি,
তোমা বিনে কি গো তিলেক বাঁচি—
তোমারি শাসনে, ফিরি তব পানে
বলি তব অবিচার।
কেন সংশয় আসে—
তুমি আছ, তুমি আছ, রয়েছ পাশে পাশে।
প্রাণপণে চাই মিছে বাসনায় ;
বঞ্চিত করি' বাঁচাও আমায়
সে কত করুণা, তিলেক বুঝি না,
দোষী করি বিনা দোষে।
নাশ সব সংশয়—
তুমি আছ, তুমি আছ, নাহি আর কোন ভয়।
বিশ্বে আমার আমি যাহা আছে,
নিঃস্ব করিয়া লহ আরো কাছে,
ভুলায়ে ঠেলে, রাখিও না ফেলে
হে, চির-করুণাময় !

১০ই ভাদ্র ১৩৩৬ সাল।

জীবন-রহস্য

কেন কবে আসিয়াছি, মনে নাই কিছু তার ;
এবে দেখি আঁধারেতে ঘেরা মোর চারিধার।
মরণ-সাগর-তীরে, আনমনে করি খেলা,
আঁধারেই কাটে দিন, আঁধারেই ভাঙ্গে মেলা।
আঁধারে কে আসে কবে, কোন দিকে কেন যায়,
নিবীড় কুহেলী-ভরা, বুঝিনে সে কথা হায়!
বুঝিনে কাননে কেন হাসি' উঠে ফুল-কলি,
দিনমান অবসানে, হায় কেন পরে ঢলি'।
প্রভাতে উষার সনে হাসি' উঠে রাঙা রবি ;
দিবাশেষে অস্তাচলে আবার লুকায় ছবি।
তারকা-খচিত বাস, চাঁদিমার টিপ্ ভালে,
নিতি আসে নিশিথিনী আবার লুকায় কালে।
ষড় ঋতু, বর্ষ, মাস, আসে যায় বার বার ;
এই আসে, এই যায়, বুঝিনে সে গতি কার।
নির্বাক বিস্ময়ে শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি ;
আলোর কণিকা টুকু, দেখে না আঁধারে আঁখি।
আর ত আসে না ফিরে, যেখানে মানব যায় ;
কি জানি কি আছে সেথা, বুঝিনে ত কিছু হায়!
হয়ত সেখানে আছে আরও ঘন-অন্ধকার ;
ফুল, পাখী, তারা নেই, নেই শোভা চাঁদিমার।
যায় শুধু তাই জানি, জানিনে ত কিছু আর ;
হয়ত বা হ'তে পারে, সবই সেথা পরিষ্কার।
বুঝিনে ত একি খেলা খেলে প্রকৃতির ভালে,
না জানি কি আছে আরও যবনিকা অন্তরালে।

৩০শে ভাদ্র ১৩৩৪ সাল।

অজানা রমণী

একদা নিশীথ-কালে,
জন-কোলাহল, কিছুটা কমিলে বারটা বাজিয়া গেলে,
গৃহের সকলে সুপ্তির কোলে, মোর চোখে ঘুম নাই ;
এপাশ ওপাশ করি আর ভাবি, কত কি ভস্ম ছাই।
এমন সময় শুনি,
মৃদু গুঞ্জনে আসিতেছে ভাসি' করুণ রোদন-ধ্বনি।
ত্রস্তে দাড়ানু উঠি,
অজানা রমণী, আকুল রোদনে, আসিতেছে পথে ছুটি'।
বছর তিনেক হ'বে, শিশুটি পিছনে কাঁদিয়া ধায়,
অতি দ্রুতগতি চলেছে রমণী, বারেক ফিরে না চায়।
সমান ছুটিতে নারে,
শিশুটি তাহার জননী হইতে বহু ব্যবধান দূরে।
তবু ছুটে সেই উলঙ্গ শিশু, দ্রুতপদে প্রাণপণে,
একটু দাঁড়াও কোলে লহ মোরে, যেতে নারি তব সনে।
চাহিল না একবার,
ঝড়ের বেগেতে চলিছে জননী, সেও পিছে ধায় তার।
মলিন-বসনা বিহারী রমণী, বুঝিনে ত ভাষা তার,
কেঁদে কেঁদে বলে কি জানি কি কথা, কি বিপদ বার বার।
অজানিত হায়, কি বিপদ তায়, শুনিয়া বারতা জানি,
দ্রুতপদে ধায় আঁখিজলে হায়, ঢাকা তার পথখানি।
শোক-বিহ্বলা, বিদেশী রমণী মনের বেগেতে ধায়,
কোলের শিশুটি পিছনে কাঁদিছে, ভুলিয়া গিয়াছে তায়।

এমনই চেতনা-হীনা,
গাড়ী, ঘোড়া, লরী, পশু পদতলে শিশুটি পড়িবে কি না !
ভুলিয়া গিয়াছে জগতের কিছু, একটি চেতনা আছে,
দ্রুতগতি তার যেতে হ'বে বুঝি আশু বিপদের কাছে।
কিছুই বুঝিতে নারি,
স্তব্ধ হইয়ে রহিনু দাঁড়ায়ে, অজানা শিশু ও নারী,
চলে গেল মোর দৃষ্টির পারে, চকিতের মত হায়,
অজানিত হায় কি এত বিপদ বিকলা করিল তায়।
কি দুঃখ জানিনে তার,
ঢেউ দিয়ে গেল পথের দু'ধারে, ভরাইয়া দু'টি ধার।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল

বর্ষ-বিদায়

চৈত্র নিশি শেষে ওই বর্ষ চলি' যায়,
আজ তুমি মাগিছ বিদায় !
বার মাস ঘুরে ফিরে, দেখিলে এ ধরণীরে,
ষড় ঋতু, বর্ষ, মাস, দিবস, রজনী করি',
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, পল, অনুপল ধরি' !
প্রভাতে ফোটায়ে ফুল, বিকালে ঝরালে তারে,
আবার ধরালে কুঁড়ি চ্যুত সেই বৃন্ত 'পরে।
গ্রীষ্মের প্রখর তাপে দগ্ধ করি' ধরাতল,
বরষার শত ধারে, করি স্নিগ্ধ সুশীতল।
শরতে নির্মল শশী উদার গগনে বসি'
সাজাইলে ধরিত্রীরে ঢালিয়া জোছনা-রাশি।
হেমন্ত-শিশিরে ভেজা শুকান কমল-দল,
শীতের কুহেলী মাখা ধূসর ধরণী-তল !
কাজ শেষ হ'লে তার, বসন্তে আনিলে ধরি' ;
সাজাইলে ধরিত্রীরে আবার নূতন করি'।
ফুলে ফুলে ছেয়ে দিলে অশোকের তরু-তল,
নব পত্রে সাজাইলে ঝরাইয়া জীর্ণ-দল।
শেষ হ'ল তব খেলা, এল বিদায়ের বেলা—
শ্রান্ত পদে ক্লান্ত দেহে তপ্ত শ্বাস বায়,
আজ তুমি মাগিছ বিদায় !
বিদায়, তোমারে বন্ধু, দিলাম বিদায়,
যেদিন নতুন তুমি দাঁড়ালে তরুণ বেশে,
আনন্দে সাদরে তোমা সবাই বরিল এসে।
নতুন আশার আলো, আজ যারে দিয়ে গেলে,
প্রীতি, পুষ্প, অর্ঘ্য, আনি' দেয় সে চরণে ঢেলে।

যারে দিলে অশ্রুজল, নিরাশার অন্ধকার ;
শূন্য প্রাণে সে যে হায়, করে শুধু হাহাকার !
কত যুগ যুগ ধরি' আসিছ এমনি করে,
নতুন রূপেতে ফিরে সারাটি বরষ ধরে।
কত গিরি গলে যায়, কত মরু পথ-হারা
কত নদী মুছে যায়, কত জীবনের ধারা।
কালের সে খাতাখানি সারাটি বরষ ধরি',
কাজের তালিকা তব এঁকেছ নিপুণ করি'।
প্রকৃতি খেয়ালী মেয়ে, আপন খেয়ালে চলে,
কেহ সুখে ছল্ ছল্, কেহ ভাসে আঁখি-জলে।
সে কি তব দোষ বন্ধু—আজ যে বিদায় কালে
কেহ দেয় অভিশাপ, পুষ্প-মালা কেহ ভালে ;
যে যা দিল তাই নিয়ে যাবে তুমি আশীষিয়া,
জীর্ণ তব যষ্ঠি 'পরে, শীর্ণ দেহ ভর দিয়া।
নব পত্রে সমীরণ পথ-শ্রম ল'বে হরি',
তোমার চলার পথে কামিনী, বকুল ঝরি'
অশোক কিংশুক, চাঁপা, ঢাকি' দিবে পথ-তল,
কণ্টক, কঙ্করে ব্যথা পাছে পায় পদ-তল।
কোকিল, পাপিয়া, শ্যামা, সুরে, সুরে, গানে, গানে,
দিক্ ভরি' দিয়া যাবে, আগু তব পথ-পানে।
বিদায়ের বাণী তব, আগমনী সুরে ভরা,
নূতনের প্রতীক্ষায় সাজিবে সুন্দরী ধরা।
আবার আসিও বন্ধু, নববর্ষ রূপে ফিরে,
আবার বাসিও ভাল নবরূপে ধরিত্রীরে।

৩০শে চৈত্র ১৩৩৫ সাল।

কোন আমি দামী

একদা আপন মনে চলিতে চলিতে,
বহু দূরে ছোট মেয়ে দেখিনু গলিতে ;
কোমরে জড়ানো শাড়ী, পিঠে খোলা চুল,
একমনে আনমনে খেলিছে পুতুল—
বৃহৎ সংসার তার বহু পরিবার,
এতগুলি নিয়ে সীমা নেই ঝামেলার !
ছেলেরা অবাধ্য বড় না মানে শাসন,
কিছুতে শোনে না কথা, না মানে বারণ।
জলেতে নামিলে ঘরে আসিবে না আর,
জল যেন দৈ করে সে যে কি সাঁতার !
বই নিয়ে বসিলেই এসে যায় ঘুম,
খাবার বেলাতে আছে সবারই কি ধূম !
খরতর বড় বধূ, দ্রুত কাজ করে
মেজ বধূ ঢিলা তাই কাজে দেরি পরে।
লাজ-হীনা সেজ বধূ, সহরের মেয়ে,
ঘোমটা সে কম দেয়, থাকে চোখ চেয়ে।
এত যে শিখাই তবু, সদা করে ভুল ;
এ নিয়ে পাড়ায় কথা হয়েছে তুমুল।
ছোট বউ ভারি ভাল, লাজ লজ্জা তার
কাজ, কর্ম, রূপ, গুণ, সবই চমৎকার।
সেদিন আনিনু তারে চড়ক মেলায়,
এমনটি আর কভু দেখা নাহি যায়।
মেয়েদের নিয়ে তাও কম নহে জ্বালা,
লাটা, ঘুট, কড়ি খেলা আছে দু'টি বেলা।

পুতুলটি খেলা আছে, পাড়াটি বেড়ান,
সমানে চলিছে সবই, না যায় কমান।
বালিকা-ব্রতের ছড়া সুর করি' পড়ে,
মন্ত্র পড়ি' অর্ঘ দিয়ে পূজা শেষ করে।
ব্রতের মাহাত্ম্য কত—পিতা রাজ্যেশ্বর,
ভাই হ'বে লক্ষ-পতি, কোটি-পতি বর।
শ্বশুরও প্রবল রাজা, বহু ধন, জন,
পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি হ'বে অগণন।
জিরারে জ্বালাবে বধূ তুষের মতন,
চন্দনের সার কাষ্ঠে করিবে রন্ধন।
শ্বশুর, শ্বাশুড়ী অন্তে স্বর্গে পাবে জল,
বধূর এ ব্রত ফলে, সোজা নহে ফল!
এত যে গুণের ব্রত, কি বলিব আর,
মাঝে মাঝে ভূতে যেন চেপে ধরে ঘাড়—
ছাইয়ের ব্রত আর যে পারে করুক,
এখনই সে খাবে তাতে, যে বাঁচে মরুক।
কাঁদা, কাটি, সোর গোলে, কে পারিবে আর,
ঠাকুমাই শেষে ব্রত করেন উদ্ধার।
কর্ত্তারা চারি ভায়ে তামাকে নিপুণ,
একটি চাকর তায় হ'য়ে যায় খুন।
কোন তাড়া নাই, স্নান করিতে আহার,
হাঁড়ি নিয়ে বসে থেকে দিনটি কাবার।
সংসারের এই সব নানা ঝামেলায়,
দিন তার কোথা দিয়ে পলকে মিলায়।

আজ যে মেয়ের বিয়ে, কর্ম-কোলাহলে,
যম যদি আসে সেও যায় পথ-ভুলে।
এখনও যে বাকি আছে সাজাতে আসর ;
সময় হ'য়েছে বুঝি এলো ঐ বর!
অধিবাস কি এলোরে, ওমা কোথা যাব,
এই নাকি শাড়ী, জামা, কার মুখ চাব!
বড় ছেলে বিয়ে দিনু ওই ত ও বেলা,
জরি-পাড় শাড়ী, জামা, কি পুঁতির মালা।
বেয়ানের মুখে হাসি ধরে না ক আর ;
যে আসে দেখিয়া বলে সবই চমৎকার!
জিনিষের এই ছিরি আগে জানিতাম,
এখানে টুলির বিয়ে কিছুতে দিতাম!
নতুন বেয়ান শুনে আঁখি ছল্, ছল্,
এখানে দিব না বিয়ে ছেলে নিয়ে চল।
খুদি মোরে সাধিয়াছে কত দিব্যি দিয়ে,
কেঁদে বলে ভাঙ্গ বিয়ে, যাব ছেলে নিয়ে।
তখন সকলে আসি মিটাইয়া নিল,
বিয়ে শেষে বর-কনে বাসরেতে দিল।
আমি সেথা মুগ্ধ হ'য়ে বিয়ে দেখি বসি,
হেনকালে রাত্রি শেষে পোহাইল নিশি।
প্রভাতে পড়িল তাড়া বাসি বিবাহের,
সিন্দুঁর পরিল কনে, আয়োজন ঢের।
সময় হয়েছে, কনে কে সাজাবি বল,
এদিকে কনে-টি হায় কাঁদিয়া বিকল!

সকলে বুঝায় আসি' কত শত করে,
এই মত সবে যায়, শ্বশুরের ঘরে।
লোকে কত নিন্দা হ'বে কাঁদিও না আর,
দু'দিন বাদেই তোমা আনিব আবার।
হেনকালে মাতা আসি' অতি রোষ ভরে,
পুতুলের ডালা ধরি' ফেলি' দেন দূরে।
ধরিয়া চুলের গোছা সজোরেতে টানি ;
কত গালি দেন আর, কত কটূ বাণী।
আপনার লাঞ্ছনায় দুখ বেশি নয়,
পুতুলের দশা দেখি' বিদরে হৃদয়।
নতুন বেয়ান আর কুটুম্বিনীগণ,
দ্বার-পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ততক্ষণ !
কনেটির মাতা শেষে মুছিয়া নয়ন,
জননীর পিছু পিছু করিল গমন।
মেয়েটির বেদনায় হৃদয় বিকল,
ভারাক্রান্ত মন মোর আঁখি ছল্ ছল্ !
আনমনে সেথা হ'তে আসিনু ফিরিয়া
এসে দেখি সেই মেয়ে সেই খেলা নিয়া,—
প্রবীণা গৃহিণী এবে, প্রৌঢ়া পক্ক কেশ,
তেমনি সংসার তার, ঝামেলা অশেষ।
মেয়েরা কলেজে পড়ে, বিয়ের বেলায়,
কত কি যে বলে আর, কত কি বলায়।
বিয়েটা পাসের পর, বিয়ে দিলে পর,
কি ক্ষতি যে হয় মার বুঝা সে দুষ্কর।

তবু যদি কোন মতে কন্যা হয় পার,
ছেলেরা সবার সেরা অতি চমৎকার!
লেখা পড়া শিখিয়াছে কত কথা কয়,
শুনিয়া সে সব কথা অন্তর সভয়!
কি করে গৃহিণী আর নীরবে তখন,
সংসারের কাজে যায় মুছিয়া নয়ন।
আর তার শক্তি নাই, কি কহিবে আর,
কে আসিয়া ল'বে এই সংসারের ভার।
এই সব চিন্তা করি' কাঁদে মন তার,
নিঃসঙ্গ হৃদয় সদা করে হাহাকার।
নিরানন্দ প্রাণে তবু সবই করে যায়,
যার যাহা প্রয়োজন দু'বেলা জোগায়।
নানারূপ ভাব-ভারে বাতুল এমন,
শৈশবের গলি-পথে করিয়া ভ্রমণ,
দেখিনু যে ছোট মেয়ে, সেই মেয়ে আমি,
অদৃষ্টে শুধাই মোর কোন আমি দামী?

১৪ই চৈত্র ১৩৫৮ সাল।

[পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্‌লার পল্লী-জীবনের চিত্র অঙ্কণ-উদ্দেশ্যে এই ভাব ও ছন্দে নীরস দীর্ঘ কবিতাটি রচিত—পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, এজন্য কবি ক্ষমাপ্রার্থী।]

অবগাহন

এই অবেলায়,— অর্দ্ধ-শত শতাব্দীর কাল ব্যবধানে,
আমার মনের আঙ্গিনায়,
আগল ভাঙিয়া ভীড় করি' একে, একে,
কারা এল ওই ?
চিনি না ত সকলেরে আজ,
কারও কারও মুখ, চিনি চিনি লাগে যেন,
কোথা কবে দেখা হ'ল, হ'ল পরিচয়—
আসে না স্মরণে আজ।
তবু তারা একান্ত আমার
একান্তই আমার আপন।

শৈশব, কৈশোর মম উত্তাল যৌবন,
একে, একে, ভীড় করি' ঘিরিল আমারে আজ,
কত খেলা, কত লীলা, কত লুকোচুরি,
সকৌতুকে ছুটাছুটি,
শুধু অকারণে হেসে কুটি কুটি,
উচ্ছ্বসিত আনন্দে উছল,
ইহারা আমার,
সেই কথা কহে আজ দেয় পরিচয়।

দুর্বার যৌবন,— কী অসীম বেগ তার,
মত্ত মাতঙ্গেরে লয় ক্ষুদ্র তৃণ সম।
দূর, দূরান্তরে ফেলে আছাড়িয়া তটে,
আনন্দ, আনন্দ, শুধু অফুরন্ত ধারা—
উছলিয়া ঝরে শুধু, মোর, মোর চারিধারে।

সকল ভুবন স্ববর্ণ খচিত যেন,
মোহনীয়া ধরণীর আকাশ বাতাস,
সোনালী আলোক-ধারা,
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, নিস্তব্ধ নিশীথে,
শরৎ, বসন্ত, আদি ঋতুচয় যত,
পল, অনুপল গণি', ঘিরিয়া রাখিছে যেন কৌতুক পুলকে
আলোক-বন্যায় ভাসে প্রতি অঙ্গ তার।
প্রতি অঙ্গে, রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, উঠে সুর কত,
ছন্দে ছন্দে বাজি'
সেই মোর সুখময় সাধের যৌবন,
অতীতের কথা মোর কহে কানে কানে।

তারপর— এল মেঘ নির্মল আকাশে,
মুছে গেল আলোকের রেখা,
দু'কুল প্লাবিয়া এসেছিল যেই ঢেউ,
নভঃ চুম্বি বিশাল তরঙ্গে ছুটে,
থমকিয়া গেল গতি তার মধ্যপথে সহসা একদা ;
যৌবন, যৌবনে নিল মাগিয়া বিদায়—
অঙ্গুলি-সংকেতে কার।
মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িনু ভূতলে,
সংজ্ঞা-হারা প্রায়—
সভয়ে মুদিনু আঁখি,
তারপর—মনে নেই আর।

কতকাল কালে গেল চলি',
ধীরে, ধীরে, ভেঙে গেল ঘুম, অজানিতে কবে—

মেলি' আঁখি দেখিনু আবার,
সেই ধরণীরে পুনঃ।
স্থির, ধীর, গতি তার, আপনার মহিমায় আপনি মহান্!
সকলই সুন্দর—
সুন্দরের স্পর্শ লভি' যাহা কিছু ছিল অশোভন!
নাই কোন চপলতা, নাই কোন দোলা আর,
আজ জননীর কোল যেন রয়েছে অদূরে
শুধুই আমার লাগি'।
যোগ্য শুধু হ'তে হ'বে আশ্রয় লভিতে সেথা,
নাহি অন্য কাজ।
বৃথা ভয়ে কেঁদেছিনু সহসা একদা—
কত বড় ভুল নিয়ে ছিনু শুধু ভুলে,
ভাঙ্গিল সে ভুল আজ—
দুঃস্বপন কেটে গিয়ে ভেঙ্গে গেল ঘুম
উঠিনু জাগিয়া,
আবার জীবন লভি'।

তাই আজ দিল সাড়া, ছিল যারা একান্ত আপন,
বেলাশেষে একে একে দেয় পরিচয় কাছে এসে মোর।
হে শৈশব, হে কৈশোর, হে মোর যৌবন!
কত দিলে—
পেয়েছ কি কিছু কোন দিন
প্রতিদানে তার?
শুধুই দিয়েছ তবু,
এত স্নেহ, এত প্রেম, এত ভালবাসা, অযোগ্যের লাগি'।

মুগ্ধ আমি, স্তব্ধ আমি, মূক, ভাষাহীন,
তৃপ্ত আমি, পূর্ণ আমি, লভি' তোমাদের,
ধন্য আমি, আজিও রয়েছ সবে
একতিল সরনি ত দূরে, বেলা শেষ বলি'—
এস বন্ধু, এস তবে, ধর দু'টি হাত,
শেষ করি দাও
অক্ষম এ অযোগ্যের স্বল্প এই পথ টুকু
পায়ে পায়ে চলি'।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬২ সাল।

সেই নদী আমি

কুল্, কুল্, কল্, কল্, ছল্, ছল্, ধারা ;
হেসে চলি, নেচে চলি, চলি আত্ম-হারা।
হেসে কুটি কুটি, মোর দু'ধারে তরঙ্গ ;
দু'টি তীর নিয়ে তারা, কত করে রঙ্গ !
সারি সারি, শত তরী নিশিদিন যায় ;
দু'ধারেতে ঢেউ কাটি', লাগে কিনারায়।
দু'ধারেতে ঘাট পাতা, সে ঘাটেতে আসি' ;
কেহ ডুব দেয় সুখে, কেহ থাকে ভাসি'।
কলসী ভরিয়া জলে, কেহ ঘরে যায় ;
কত হাসি, কত খেলা, মোর কিনারায় !
সন্ধ্যায় কুলেতে আসি', কত কুল-বালা ;
প্রদীপ ভাসায় কেহ, কেহ ফুল-মালা।
সেদিন কোথায় গেল, কী অতল তলে ;
ক্ষীণ-প্রায় লুপ্ত ধারা, চলে কি না চলে !
অনাদরে পরে সহি, শত অবহেলা ;
নাই আর ছুটাছুটি, সে আনন্দ-মেলা।
সকলি ফুরাল যেন, হনু সর্ব-হারা ;
দু'ধারে আগাছা আজ, কাঁটা গাছে ঘেরা !
জঞ্জাল, শৈবালে মোর বুক গেছে ভরি' ;
পাল তুলে সারি গেয়ে, আসে না ত তরী।
তরঙ্গে, তরঙ্গে, গান উঠে না সে সুর ;
কিশোরীর রাঙ্গাপায়ে বাজে না নুপূর।
আজ আমি মুছে গেছি জগতেরি তলে ;
ভাসে না সে ফুল-মালা, দীপ নাহি জ্বলে।

মরিয়া র'য়েছি বেঁচে, কার অভিশাপে ;
বরষার খর-স্রোতে, তীর নাহি কাঁপে।
রাখাল সে মেঠো সুরে, গাহে না ত গান ;
মোর তীরে ছায়া-তলে, আসে না সে তান।
সেই আমি নিজেরে গিয়েছি ভুলে, চিনিতে না পারি ;
পানা, পঁচা বারি আজ, অপেয় সবারি।
কেন আছি, যাহা ছিনু সে আমিত নাই ;
কে বলিবে সেই আমি কোথা গেলে পাই।
স্মৃতির আগুন কেন নিদারুণ জ্বলে ?
সহিতে শকতি কোথা, সহি কোন বলে !
এ লজ্জা রাখিতে মোর, কে কোথায় আছে ;
অতীত মুছিয়া যাক্, এস না কো কাছে।

১৩৫৬ সাল, ১৮ই শ্রাবণ।

রবীন্দ্র-প্রণাম

হে রবীন্দ্র, লহ নমস্কার,
জানি এই দুঃসাহস, অযোগ্য ক্ষমার !
বিশ্বপিতার সেই শ্রেষ্ঠ সাধক, বর-পুত্র ভারতীর,
সূর্য্যেন্দু-ম্লান-কারি যার যশোভাতি,
দুন্দুভি নিনাদে বিঘোষিত হয় দূর দেশ-দেশান্তরে ;
তাঁহারে প্রণাম ; —জানি, তাহা জানি,
নিতান্ত দুরাশা এই ! কিন্তু হায়,
অবোধ এ মন, কিছুতে বুঝিতে নাহি চাহে সেই কথা।
কোথা ভাব, কোথা তার ভাষা ?
সজল-নয়নে, ভাব, ভাষা, চাহি' রহে মুখ-পানে মোর,
বার বার ফিরে আসি তাই, নিষ্ফল সাধনা করি'।
যাহারে ধরিতে চাই, দেখি তুমি সেই ঠাঁই,
অমর-লেখনী মুখে, সবারে রেখেছ ধরি'
সযতনে সাজাইয়া তুলি' যাহাদের,
ভাবি মনে আমারই তা বুঝি—
হায়, শেষে ভাঙ্গে ভুল !
তাহারা চিনে না মোরে, শুধু দেয় তব পরিচয়।
কিছু নাই, কিছু নাই—
কি দিয়ে রচিব অর্ঘ্য, কি সম্বল হায়,
কোথা বল কি আছে আমার—সকলি তোমার।

প্রণাম

হে বরেণ্য, বিশ্ব-কবি, সবারে বাধিলে ঋণে,
শুধু নয় দেশবাসী তব—আজিও
কম্পিত করে, দিয়েছ, দিতেছ কত,
জ্যোতির্ময়-মণিরত্ন, মহার্ঘ ভূষণ-রাজি,
বঙ্গ-ভাষা তব জননীরে। অক্ষম এ বঙ্গ-বধূ
রহি' গৃহ-কোণে, শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে স্মরি'
নিশি দিন মনে মনে শুধু।
ভাষা-হীন, ভাব-হীন, মূক মন মোর,
ভাষায় ফুটাতে নাহি পারি তাহাদের!
হে কবি, সম্রাট্—
সব ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দূরে সরাইয়া,
দাঁড়ানু কম্পিত-বক্ষে, ও চরণ-তলে,
গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজা করিবার আশে,—
হ'ক সেই তব ভাব, হ'ক তব ভাষা,
হ'ক যত নিতান্ত দুরাশা এই মোর,—
তবু করি তোমারে প্রণাম—
অক্ষম এ দীনে ক্ষমি', লহ নমস্কার।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল।

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

নিশার আঁধার কাটি' তপন দিল যে ধরা ;
স্থির নীর সরসীর, গিড়ি-চূড়া বৃক্ষ-শির,
সোনায় সোনায় মরি, সাজাল শ্যামলা ধরা !
জাগিয়া বিহগ-কুল, গাহিল প্রভাতী-গান,
হাসিয়া কমল-কলি, চাহিল নয়ন মেলি',
ছুটিয়া আসিল অলি, সে মধু করিতে পান।
(সহসা) তপন ঢাকিল মুখ, সোনায় কে দিল কালি,
বিহগ নীরব হ'ল, প্রভাতের গান ভুলি' !
এ কি হ'ল অকস্মাৎ, বজ্রাঘাত-প্রায় শুনি
উঠিতে উঠিতে তাই, স্তব্ধ হ'ল দিন-মণি !
ভারতের মহাঋষি, মহাযোগী আজি হায়,
ধ্যানে বসি' অরবিন্দ গিয়াছেন ত্যজি' মায়
শ্রীঅরবিন্দ আজ, অরবিন্দ-লোকে যায় ;
কেমনে ভারত-মাতা এ দুখ সহিবে হায় !
যুগ, যুগ, পুণ্য-ফলে, যাঁহারে লভিলে কোলে ;
ধরণী পবিত্র হ'ল, পদ-ধূলি লভি' তাঁর !
মুছ মাতা আঁখি-জল, হের তব পুণ্য-বল
লাগিল শোকের ঢেউ সাগরের পারে যার।
তব শোকে বিশ্ব আজ ধরিয়াছে ম্লান সাজ।
চমকিত বিশ্ব আজ, বিস্ময়ে চাহিয়া রয়,
দিকে দিকে উঠে রোল, সে মহা-মানব জয়।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৬ সাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের-পাঁচালী কবি, তুমি যে গিয়াছ চলি',
অপূ, সর্বজয়া, দুর্গা,—কি গেলে, কাহারে বলি'।
কানন, কান্তারে শোভা, ছিল কি ছিল না জানি,
অপূর্ব-লেখনী দিল দিব্য-দৃষ্টি তাতে আনি'—
বন-চালিতার শোভা, হিজলের ঝরা ফুল,
অচেনা নাম না জানা, কত না বিহগ-কুল—
সবে আসি' দিল ধরা, তোমার লেখনী-তলে ;
গুণে, রসে, গন্ধে-ভরা, রূপের ঝলক ঝলে !
নিখুঁত, নিপুণ করে, তুলিয়া যতনে ধরি',
জগতে সবারই চোখে, দিলে পরিচিত করি'।
চির-পুরাতন যাহা, দেখি তা নূতন করি' ;
বনানীর ঘন-বুকে, এত শোভা ছিল মরি !
প্রকৃতি-দুলাল তুমি, কৃতী পুত্র তার ছিলে ;
বুকে যা লুকান ছিল, উজাড়ি' সকলে দিলে।
অকালে হারানু তোমা, এ ক্ষতি যে কত গুরু ;
রুদ্ধ হল উৎস-মুখ, সবে যা হয়েছে শুরু।
সে অমৃত-ধারা তব ছুটিত যে শত ধারে ;
রুদ্ধ হল সেই ধারা, আর ত পাব না তারে।
বঙ্গ-ভাষা কাঁদে তাই, তোমারে হইয়ে হারা ;
আঁখি-জলে অন্ধ আজ, বঙ্গ-মার আঁখি-তারা।
ওগো, কথা-শিল্পী—আজ, স্মরি' ও চরণ-তলে ;
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিনু, বেদনার আঁখি জলে।

২রা অগ্রহায়ণ ; ১৩৫৭ সাল।

শবরী

পুণ্যশীলে, হে শবরী !
সুদীর্ঘ জীবন-কাল প্রতীক্ষায় করিলে যাপন,
দশরথ পুত্র রাম আসিবেন বলি' চাহি পথ-পানে
মুনি-মুখে শুনি' পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ, রাম,
জাগ্রত প্রহরি করি' মনেরে তোমার,
পরিপূর্ণ প্রেমে ছিলে স্থির অবিচল !
এত প্রেম কোথা ছিল তব ?
তুমি চণ্ডালিনী,—
কী তব তপস্যা ছিল, যোগীন্দ্র-দুর্লভ প্রেমে ছিলে ভরপুর !
আজন্ম তপস্যা করি' মহাযোগি-জন,
কণা-অংশ লভি' যার আনন্দে বিভোল—
সে প্রেমের পূর্ণ কুম্ভ হৃদয়-মন্দিরে তব করিলে
স্থাপন, কোন পূণ্যে তব ?
ছিলে যবে মুকুলিকা বালিকা-বয়সী,
চণ্ডাল-নৃপতি গৃহে স্নেহের দুলালী,
কিশোর তনুতে তব তরুণ যৌবন,
ধীরে ধীরে দিল ধরা যবে,
বিজয়ী বীরের বেশে—
রুদ্ধ তব হৃদয়ের দ্বার,
পশিতে না পারি' সেথা রহিল বাহিরে,
হে দেবি, দিলে না তাহারে সাড়া দিনেকের তরে !

শুভ-পরিণয়ে তব,
উৎসবেতে মত্ত হ'ল চণ্ডাল-নগরী,
দলে, দলে, পশুদল হেরি'
'হায়', 'হায়' করি' কাঁদিয়া উঠিল তব সুকোমল প্রাণ—
ভাষাহীন, মূক পশুদল
হেরি', তব নয়নের জল বাধা নাহি মানে ;
বিবাহ-উৎসবে তব হ'তে হ'বে বলি।
আকুল অন্তর তব—
বিবাহে বিমুখ মন, সেই ত্রাসে ছুটিলে কাননে।
আশৈশব হ'তে যেথা কাটাইলে কাল
চির পরিচিত সেই পরিবেশ করি' পরিত্যাগ
জনক, জননী-কোল অবহেলে ফেলি'
গেলে দূর দূরান্তরে।
মুনি-গণ আশ্রমেতে আসি' স্থির হ'ল গতি তব।
তুমি কে ?
তুমি কি শবর-কন্যা, হীন-কুল জাতা ?
প্রাণী-হিংসা একমাত্র জীবিকা যাদের, লভি' জন্ম সেই কুলে,
'অহিংসা পরম ধর্ম' কে দিল তোমায়,
তরুণ-জীবনে ? বিস্ময়েতে স্তব্ধ বিশ্ব তাই !
মুনি-গণ তপোবনে, অন্তরালে রাখি' আপনারে,
কত সেবা করিয়াছ অনন্য-শরণে !
সমিধ যজ্ঞের কাষ্ঠ করি' আহরণ,
রেখেছ গোপনে লয়ে আশ্রম-দুয়ারে ;
কণ্টক, কঙ্কর-মুক্ত পথ-তল করি'
রাখিয়াছ দিবস-শর্বরী।

ব্যক্ত হ'ল তব গোপন সেবা যবে,
অস্পৃশ্য চণ্ডাল-কন্যা জানিয়া তখন
ক্রোধে আত্ম-হারা হ'য়ে তপস্বি-সকল,
আশ্রম করিতে ত্যাগ করিল আদেশ—
তুমি নিরুপায়—ভাস অশ্রু-জলে
তপস্বী জনেক স্বরূপ চিনিয়া তব তোমারে আশ্রয় দিয়া
গেল দূরান্তরে।

সহিয়াছ লাঞ্ছনা অপার!
তুমিও করিছ স্নান সেই একই সরোবরে,
একদা করিল দেখি' কঠিন শাসন,
আকুল রোদনে তুমি আসিলে ফিরিয়া।
হ'ল নীর শোণিতে পূরিত—
বিস্ময়েতে স্তব্ধ সবে খুঁজিতে কারণ,
জানিল যে তব কাছে অপরাধ গুরু!
তুমি বিনে নাহি কারও ক্ষমা-অধিকার,
লুটায় চরণে তব জনে জনে আসি'
তুমি রহ সঙ্কোচেতে সভয় মলিন।
ছিল না ত অন্য চিন্তা আর—
এক চিন্তা ছিল শুধু আসিবেন রাম।

প্রতিদিন পুষ্প তুলি', রেখেছ পূজার লাগি',
অতি সযতনে পরিচ্ছন্ন করি' রেখেছ অঙ্গন তব,
কি জানি কখন আসেন তিনি, অসতর্ক কোন অবসরে

দেখা যদি নাহি মিলে তার—
দীপ জ্বালি' সারা নিশি রয়েছ জাগিয়া,
সেই ভয়ে যাও নাই দূর-বনে ক্ষণেকের তরে।
একদিন নয়, সারাটি জীবন ধরি' প্রতিক্ষায় করিলে যাপন !
সেই তব তরুণ জীবন হ'তে, এই দীর্ঘকাল
এ আশায় ছেদ তব পড়েনি কখন।
শরৎ, বসন্ত, শীত, শ্রাবণের ধারা—
এল গেল কত বার সুদীর্ঘ জীবনে তব—জানিলে না তুমি কিছু তার।
অসতর্ক কোন এক মুহূর্ত্তের লাগি',
বসন্ত-হিল্লোল দিল না কি দোলা প্রাণে তব ?
যৌবন আসিয়া গেল ম্লান মুখে ফিরি'
কবে এল, কবে গেল, জড়ায়ে ছাড়িয়া দিয়া সব অধিকার,
তুমি দেখ নাই, পাও নাই তার পরিচয়।
বিশাল এ বিশ্ব ভরি' কত কিছু ছিল—অজানা রহিল সব,
শুধু এক জানা ছিল—আসিবেন রাম।
সেই এক ধ্যানে ছিলে নিশি-দিন ভোর।
লোল চর্ম, ক্ষীণ দৃষ্টি, ক্লান্ত পদ কাঁপে থর, থর,
এক আশা বক্ষে ধরি' রয়েছ জাগিয়া—
ধন্য তুমি হে শবরি, ধন্য এই একনিষ্ঠ প্রতীক্ষা তোমার !
পূর্ণ হ'ল তপস্যার ফল—দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম নয়ন-সম্মুখে তব
আসিলেন যবে—তুমি আত্মহারা আনন্দে বিবশা হ'য়ে—
বন-উপবনে ঘুরি', আস্বাদন করি' যাহা সুমিষ্ঠ লেগেছে রসনায়,
আস্বাদিত সেই ফল তব, দিলে তাঁর শ্রীকরেতে তুলি'—
সেই ফল, ভক্ত-বৎসল, আনন্দে দু'কর পাতি' করিয়া গ্রহণ,
আপনি আস্বাদি দেন তব রসনায়। হায় হায়, ওরে ভাগ্যবতী,

তব ভাগ্য হেরি'—ত্রিভুবন হ'ল মূর্চ্ছাতুর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সহ
আনন্দে নয়ন-জল রাখিতে না পারি'—ঝরে শতধারে।
বসুধা পবিত্র হ'ল পদ-ধূলি তব বক্ষে তার ধরি'।
জীবের নয়ন পথে মুক্তির দ্বার—দিলে তুমি চির-মুক্ত করি'।
ত্রি-জগতে উদ্ধারিতে, ওগো দয়াময়ী !
এসেছিলে ছদ্মবেশে তাপিতের ত্রাণ তরে,
হে দেবি শবরী।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ সাল

ভরত

হে ভরত, হে বীর মহান্, তুলনায় কে তোমার সম,
তুমি নিরুপম, তোমার আপন মহিমায়!
তব উচ্চ শির, বিন্ধ্য হিমাদ্রির
সুউচ্চ-শিখরে দিল, অবহেলে নত করি' শির।
লব্ধ রাজ্য তুচ্ছ করি, ঘৃণা ভরে ফেলি', ছুটিলে কাননে,
কোথা জ্যেষ্ঠা তব—
অধিকারী পিতৃ-সিংহাসনে একমাত্র সেই,
তুমি নহ, নহ তুমি অধিকারী, তোমার বিচারে—
তাই তুমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলে কাননে,—জ্যেষ্ঠ অন্বেষণে!
হুতাশন যেন তোমারে দহিতে আসে, হ'য়ে সেই পিতৃ-সিংহাসন।
সুবিশাল প্রসারিত কী উদার মন!
সাগরের পরিধি কি এ হ'তে অধিক?
লাজ, ভয়, ত্রাসে কম্পমান, হাহাকার করি,
আঁখি জলে ভাসি, লুটাও ভূতলে পড়ি অগ্রজে স্মরিয়া।
হে, লোভ-শূন্য, নীতিজ্ঞান-বিদ্—
শ্রীরামে তোমার প্রেম, নহে কি অধিক
ভ্রাতা তব লক্ষ্মণের চেয়ে?
হে বীর সাধক, মনোবলে বীর তুমি, বীর, বীরোত্তম,
দশানন-জয়ী রাম, ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ,
কতটুকু বীর তারা?
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রিপুরা সকল নহে কি প্রবল,
রাবণ ও ইন্দ্রজিত হ'তে শতগুণ বেশী?
কে রোধিতে পারে তাহাদের?

অগণিত মুনি, ঋষি, মহাযোগি-জন,
মহাজ্ঞানী তপস্বী সকল পরাজয় মানি,
আজন্ম তপস্যা-ফল, সঁপি' তাহাদের হয় সর্বহারা।
সেই তারা,—থর, থর, কাঁপে ধরা, কাঁপে ত্রিভুবন
যাঁদের প্রতাপে—
তব কাছে, তৃণ-তুল্য, তুচ্ছ তারা, পথ-ধূলি সম
ধুলাতে রহিল পড়ি'।
তুমি নরোত্তম, পদতলে গেলে দলি' শির তাহাদের।
জননী তোমার ভাগ্যবতী, তব সম নরশ্রেষ্ঠ সন্তানের মাতা,
তাই তিনি ত্রিজগতে নমস্যা সবার।
সন্তানের স্নেহে মুগ্ধা, সরলা জননী,
তব সম নীতি-জ্ঞান ছিল না ত তাঁর,
তাই স্বামী-পদে মাগি' নিল তব লাগি' রাজ্য-অধিকার।
সেই অপরাধে—অযোধ্যার সুবিশাল রাজ-অন্তঃপুরে,
খুঁজিয়া দেখিতে হয়, কোথা ঠাঁই তাঁর ?
অন্তঃপুরে, গৃহ-কোণে, সঙ্কুচিত প্রাণে,
অভিমানে আঁখি-জল আঁখিতে উছলি', নীরবে ঝরিয়া যেত তাঁর।
কে তাহা দেখিত ?—
রোষ-দীপ্ত নয়নের অগ্নিবাণ হানি' ভস্মীভূত করিয়াছ
নির্মম অন্তরে তাঁহার অন্তর সদা।
কোনদিন কর নাই ক্ষমা জননীকে তব।
একমাত্র পুত্র তুমি—তাঁর, কঠিন কঠোর দণ্ড করিলে বিধান!
জ্যেষ্ঠের পাদুকা লয়ে অনুমতি মাগি'
চতুর্দশ বর্ষ ধরি' অযোধ্যার প্রজা-পুঞ্জে করিলে পালন,
নিরাসক্ত, সন্ন্যাসীর বেশে সুকঠিন তপস্যা আচরি।

পলকেও মুহূর্ত্তের তরে, হয়নিক ভুল,
সুদীর্ঘ সে চতুর্দশ বর্ষ কাল ধরি—
অসতর্ক কোন এক দুর্বল মুহূর্ত্ত আসেনিক' নিমেষের তরে
তোমার জীবনে—করে নাই বিচলিত প্রাণ
অসতর্ক কোন অবসরে।
রাজ্য-লিপ্সা একদিনও জাগিল না প্রাণে
মুহূর্ত্তের লাগি!
এমনি সতর্ক তুমি, হে বীর সাধক,
পিতৃ-সত্য পালি', জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব যবে ফিরিলেন ঘরে,
সেই দিন মুক্ত হ'লে আনন্দ অন্তরে,
সঁপি দিয়া ন্যস্ত রাজ্য-ভার—
দাঁড়াইয়া ভ্রাতৃ-পদতলে করি নমস্কার।
হে, নীতি-জ্ঞান-বিদ, বীর, বলীয়ান্,
তব তুল্য কে আছে জগতে?
ধন্য তুমি, অতুলন চরিত্র তোমার—
শিহরি', শিহরি', স্মরি হে ভরত, নমি শতবার।
ধন্য সেই কবি, অমর-লেখনী ধন্য তাঁর,
আদর্শ চরিত্র তব, যে লেখনী মুখে
নিঃসরিল, এ জগতে করিতে উদ্ধার!

১লা মাঘ ১৩৬০ সাল।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ দত্ত বস্ত্র পরিধানে

পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবে,
গোপ-বেশ কালে ; স্বুবর্ণ-খচিত এক অমূল্য বসন
প্রভু-শিরে শ্রীপ্রতাপ রুদ্র রায় দিয়াছেন বাঁধি।
রথ-যাত্রা শেষ হ'ল, ভক্তগণ দেশে যাবে আজ,
সকাতর প্রভু আজ তাহাদের লাগি'।
সে দেশ তাহারও দেশ ছিল একদিন,
আছে সেথা জননী, ঘরণী তাঁর, অতি প্রিয়জন,
তিনি ছাড়া তাঁহাদের কেহ নাহি আর।
বিরহে তাঁহার নিশিদিন আঁখি-জলে ভাসি'
প্রাণ মাত্র করিয়া ধারণ,
জীবনে মরণ বরি' র'য়েছেন তাঁরা পথ চাহি'।
আজ তাঁরা ভক্তগণ পাশে পাবে তাঁহারই কুশল।
হে গৌরাঙ্গ, তাঁদের স্মরণে তব এসেছি কি আজ ?
শচী, বিষ্ণু-প্রিয়া স্মরি' একটিও দীর্ঘশ্বাস
কখন কি পড়িয়াছে তব ?
নিশি-শেষে সুখ-শয্যা 'পরে ফেলিয়া
এসেছ যাঁরে বহুকাল হ'ল,
তোমা-গত-প্রাণা সেই নব বালিকার
সুখ-সাধ সব আশা দু'চরণে দলি',
অর্দ্ধ-বিকশিত সেই সুবর্ণ-নলিনী, খর-রবি তাপে
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মম হৃদয়ে একদা
এসেছ চলি', সুদূর অতীতে—তারে আছে মনে ?
ভাগ্যবান পুরীজির নির্দেশেতে তাই, ভক্তগণ-করে

বস্ত্রখানি, প্রসাদ নির্ম্মাল্য সহ দিলে, জননী-উদ্দেশে তব—
হে, গৌরাঙ্গ, ভুল নাই শ্রীমতীকে তব, এ সুযোগে
দেখালে কি তাই ? হে পুরী পরমানন্দ ধন্য তুমি !
জননী শ্রীশচীমাতা, আর ভক্তগণে অমূল্য
স্নেহের ঋণে করিলে বন্ধন।
ধন্য ভক্ত হে, প্রতাপ রুদ্র মহারাজ, তব দত্ত বসনেতে
সাজিবে শ্রীমতী—জননী নির্দেশে
সখিগণ বস্ত্রখানি পরাবেন যবে, কিন্তু হায়,
হে গৌরাঙ্গ, কে তাহা দেখিবে ?
কাহারে দেখায়ে সুখী হ'বে বিষ্ণু-প্রিয়া,
বল একবার ? কার আঁখিপাতে
শ্রীমতী নয়নে শোভা ফুটিবে তাহার—
সে শোভা নেহারি' মুগ্ধ হ'বে কার আঁখি দু'টি ?
কৃষ্ণ-সুখে গোপী-সুখ বিদিত ভুবনে,
হায়, শুধু এ কথা কি তোমারই অজানা ?
বারেক দেখিলে তুমি, তবে না সার্থক সজ্জা হ'বে শ্রীমতীর।
নতুবা সে জীর্ণ চীর, মূল্যহীন, বৃথা,
কাঙ্গালিনী অঙ্গ-শোভা সম, একি তোমারই অজানা শুধু ?
হে গৌরাঙ্গ, ত্বরা করি যাও নদীয়ায়—
তোমারি বিরহে মূর্চ্ছিতা শ্রীমতী ঐ পড়িয়া ভূতলে,
আকুল নয়ন-জলে ;
কেশ, বেশ, তাঁর সকলই মলিন হ'ল হায় !
আকুলা জননী ওই কাঁদিছে তোমার,
নিরখিয়া তারে। মুহূর্ত্তেক বিলম্বেতে,
মরিবে শ্রীমতী, মরিবেন জননী তোমার।

সেই মুখখানি, ঘুমন্ত ফেলিয়া যাঁরে এসেছিলে চলে,
বহুদিন হ'ল—
বারেক তুলিয়া ধরি' বিমুগ্ধ-হৃদয়,
আঁখি দিয়ে আঁখি-সুধা কর পান মুহূর্ত্তের লাগি'—
সে শোভা নেহারি', মৃদু হাসি উঠিয়া ফুটিবে যবে
অধরে তোমার—ছটা লাগি' তার,
পলকেতে হায় শতদলে উঠিবে ফুটিয়া
ওই মুদিত কমল।
সুখ-সুপ্ত হ'বে প্রিয়া পরশে তোমার।
সুপ্ত সেই শিরে তার,
সুগভীর স্নেহ-ভরে ধীরে, ধীরে, কর-তল দু'টি তব
স্থাপিয়া বারেক, নীরবে রহিও ক্ষণকাল—
তারপর, আবার আসিও ফিরে তব গম্ভীরায়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ সাল

নমো জয় ভক্ত হরিদাস

নমো জয় ভক্ত হরিদাস,
নাম ধ্যান, নাম জ্ঞান, নামেতে বিশ্বাস—
অবিশ্রাম জপি নাম দেখাইলে জগতেরে,
নয়নে অঙ্গুলি দিয়া, নাম, কত শক্তি ধরে ;
নামের সে প্রভু তুমি, নাম তব দাস,
প্রণমি হে ভক্ত হরিদাস।

কাজী তব দিল দণ্ড-দান,
নাম ছাড়, নাম ছাড়, রহিবে সে প্রাণ
খণ্ড, খণ্ড, হয় দেহ, প্রাণ যদি যায় সেহ—
নাম-ছাড়া করিবারে, তবু না পারিল কেহ—
ধন্য তুমি, ধন্য তব কণ্ঠে নাম-গান।
সেই তুমি হেথা আসি, এই নীলাচলে বসি',
সিদ্ধ বকুলের তলে—নাম জপ, দিবা নিশি।

নামে গড়া তনু খানি, তুমি নাম-ময়,
জয় তব নাম, আর জয় তব জয়।
তিন লক্ষ নাম জপি' মন্দিরের চক্র হেরি'
কি আনন্দে মত্ত ছিলে মোরা কি বুঝিতে পারি ?
আকাশে, বাতাসে, এর আজো নাম ভাসে তায়,
প্রেম-ময় গৌর-হরি আজও হেথা আসে যায়।
আজও তুমি সেই মত জপ নাম তরুতলে,
অন্ধ আঁখি দৃষ্টি নাই আমরা দেখি না তাই,
শূন্যময় দেখি ঠাঁই, দৃষ্টি আর নাহি চলে।

যদিও অযোগ্য অতি, তবু এই পুণ্য-ভূমি
দেখিনু নয়নে যেন, ব্যর্থ নয় দেখ তুমি,
নামে প্রীতি দিও তুমি, নাম-ময়, দয়া করি,
অন্ধ মোহ দূর হ'ক এ ধূলিরে স্পর্শ করি।

২২শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল।

নির্বাসিতা সীতা

বাল্মিকীর তপোবনে বৃক্ষ-তলে, ভূমি-শয্যা 'পরি,
বাহু-করে রাখি' শির, নিদ্রার কোলেতে সঁপি' ;
সুকোমল তনুখানি, তুমি অচেতন ;— হে দেবী, জানকি !
অযোধ্যার রাজ-অন্তঃপুরে, সুকোমল পুষ্প-শয্যা 'পরে,
প্রিয়-পতি শ্রীরামের বাহু-উপাধানে, নিদ্রা তব আসেনি নয়নে,
—সেই তুমি, অযোধ্যার রাণী !
প্রাণ-প্রিয়া সখিদের পরিচর্য্যা মাঝে,
প্রভাতের মাঙ্গলিক-গীতি, গাহিয়া বন্দনা তব,
তোমারে জাগাত নিতি ।— নিদ্রা ত্যজি' ধীরে, ধীরে,
কমল নয়ন মেলি' উঠিতে জাগিয়া ।
কাল ছিলে অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরে, শ্রীরাম মহিষী ;
অগণিত পুর-জন বেষ্ঠিত ভবনে, ঐশ্বর্য্যের সমারোহ মাঝে ।
তোমারই সন্তোষ লাগি', ইঙ্গিতের অপেক্ষায়
অনুগত অগণন সখি-গণ তব, ত্রস্তে কাল
করিত যাপন— সেই তুমি !
তোমারে জাগাবে আজি, বন-বিহঙ্গম, শ্বাপদ, শার্দ্দূল-আদি,
বন-চর । হিংস্র পশুদল— আজ তারা, সাথী তব ।
দিবসের শেষে যবে অস্তাচলে যাবে দিবাকর,
তমোময়ী নিশা আসি' গ্রাসিবে ধরণী, ক্ষুধাতুর এই
হিংস্র শ্বাপদের দল, সে ঘন তিমির ভেদি'
হুঙ্কারে গরজি', খাদ্য-অন্বেষণে দিকে, দিকে,
ছুটিবে কাননে যবে— কে রক্ষিবে তোমা, সেই অসময়ে ?
হে ভীরু বৈদেহি, কে দিবে সাহস আজ, চাহিবে
কাহার মুখ-পানে ? কোথা রাম,

কোথা তব দেবর লক্ষ্মণ ? আঁখি-জলে ক্লান্ত দু'টি
কমল-নয়ন, আপনি মুদিয়া এল— বড় অবসাদে !

সেই তুমি— প্রথম যেদিন তুমি— অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী রূপে,
নব-বধূ বেশে, ত্যজিয়া মিথিলা, এলে পিতৃ-গৃহ ছাড়ি',
স্নেহ-শীল পিতা তব, জনক রাজন্,— ছাড়ি' জননীর স্নেহ,
প্রিয় পুরজন ; সব ফেলে এলে, শৈশবের খেলা, ধূলা ;—
কৈশোরের প্রথম প্রবেশ— কাঁদিয়া মিথিলা দিল
তোমারে বিদায়— "বারেক 'মিথিলা বলি' করিও স্মরণ,"
এ কথাটি বলি'— হায়, সেদিন কোথায় !
সেদিন তোমার লাগি', অযোধ্যা-নগরী, তৃষিত
আকুল-আঁখি মেলি',— চেয়েছিল তব মুখ-পানে ;
হে বৈদেহি, 'কখন আসিবে বলি' ।
অযোধ্যার পুর-বাসি জন, তোমারে বরিয়া নিল,
স্নেহে, সমাদরে—কৌশল্যা-জননী আর শ্বশ্রূ-গণ সবে,
জননী-অধিক স্নেহ ঢালি', সোনার পুতুলি সীতে,
মমতার নির্ঝরিণী-মাঝে, বক্ষঃতলে রাখিল আবরি' !
বৃদ্ধ-মহারাজ, ছিলে তাঁর নয়নের মণি— পতি-প্রেমে
হ'লে ভরপূর। পিতৃ-গৃহ বিয়োগের ব্যথা, ধীরে ধীরে,
লুপ্ত হ'ল।—একান্ত আপন করি' নিলে দিনে, দিনে,
পতি-গৃহ তব—আর সেই গৃহ-বাসি জনে।

সেই তুমি—পতির বিচ্ছেদ-ভীতা, পাগলিনী প্রায়,
শত বিঘ্ন, বাধা সব, খণ্ডি' অবহেলে—বনপথে
হ'লে অনুগামী। নাই সেথা অযোধ্যার গুরু-রাজ্য ভার !

শ্রীরাম তোমার সাথী—তুমি সাথী তাঁর,
নাই সেথা সময়ের শৃঙ্খল-শাসন, একান্ত দু'জনা ছিলে,
দোঁহে দোঁহাকার।— দেবর লক্ষ্মণ, জাগ্রত প্রহরী-সম
ধনুর্বান ধরি', রক্ষিত সদাই।— কুশাঙ্কুর বিঁধে পাছে পায়,
বক্ষঃস্থল পাতি' দিত, বন-মৃত্তিকায়; পতি-পত্নী
দু'জনার তরে। দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনে শ্রান্ত যবে
কোমল চরণ দু'টি তব, রবি-তাপে আরক্ত আনন,—
স্বামী-অঙ্কে শ্রান্তি দূর তরে সুপ্তি-মগ্ন,
তুমি অচেতন। সুপ্ত সেই ক্লান্ত মুখ-শোভা
রঘুনাথ কত শান্তি দিত! অযোধ্যার রাজ্য-সুখ,
তৃণ-তুল্য তুচ্ছ হ'ত তাঁর! সেই তুমি—আজ
একা এই ঘোর বনে, কি ভাবে গভীর নিশা করিবে যাপন?
স্নেহময় সুখশয্যা কোথায় তোমার? সেই বনতলে,
সেই তুমি মৃত্তিকায় সুপ্তি নিমগণ, আজ নাই
দেবর লক্ষ্মণ, নাই তব আর্য্য-পুত্র রঘুপতি রাম!

সেই তুমি— সুকোমলা জনক-দুহিতে,
পুণ্য-তোয়া গোদাবরী নীরে, ভাসায়ে কমল-দল,
খরস্রোতে তার, আনন্দে উছলি', যবে দিতে করতালি—
তোমার ভাসান পুষ্প, তরঙ্গে, তরঙ্গে, নাচি',
যেত চলি'—দূর দূরান্তরে। রঘুনাথ তব কাছে
পরাজয় মানি' শতবার, হাসিতেন সুখে—কভু,
ক্ষণে, ক্ষণে, বনপুষ্প তুলি', সযতনে সাজাইয়া তোমা,
অনিমেষ রহিতেন চাহি'—মুখ-পানে।— সকৌতুকে
ডাকিতেন, 'বন-দেবি' বলি'— সে কি তোমারই জীবনে?

সেই তুমি— রাম-প্রিয়া, হে মৈথিলি,
তোমার সুখের দিন, হ'ল অবসান।— সেই দিন,
যেই দিন, স্বর্ণ-ময় মায়া-মৃগ হেরি', তুমি
করিলে প্রার্থনা। পত্নী-প্রাণ দাশরথি, ভাবিলেন মনে,
"জানকীর আনন্দের নব-উৎস-দ্বার, মুক্ত হবে পুনঃ,
আবার নূতন পথে— সুন্দর এ মৃগ-শিশু,
যদি পারি দিতে— উপহার তারে।"
মায়া-মৃগ বধ করি', শূন্য গৃহে আসি',
পতি তব, বীর-চূড়া-মণি—বজ্রাহত-দ্রুম সম
লুণ্ঠিত ভুতলে পরি—'কোথা সীতা', 'কোথা সীতা' বলি'।
কত অন্বেষণ, সে কী হাহাকার! পাঁতি, পাঁতি,
করি', প্রতি তৃণ, তরুতল, পর্বত, কন্দরে,
এক ঠাঁই— দেখি' শতবার! তবু মন
মানে না প্রবোধ! বাতুলের প্রায়,
বৃক্ষলতা, বন-বাসী পশু-পক্ষী-গণে,
ডাকি', জনে, জনে ;—শুধান বারতা তব—
'পদ্মমুখী সীতা মোর কে দেখেছ'— বলি'।
ক্ষণে, ক্ষণে, সংজ্ঞা-হারা হ'য়ে পড়েন ভূতলে—
লক্ষ্মণ চেতনা আনে, অতি সন্তর্পণে।
শ্রীরামের 'পদ্ম-মুখী' সেই সীতা তুমি—
হায়! কোথা পতি, দাশরথি, দেবর লক্ষ্মণ?

লভি' তোমার ভূষণ, ঋষ্য-শৃঙ্গ শিখরেতে,
সুগ্রীবের ঠাঁই—ধরণীর বুকে, আকুল ক্রন্দনে,
তোমা স্মরি',— সারা নিশি, সে কী দীর্ঘশ্বাস!

সে বিলাপ শুনি', পশু, পাখী মরে ঝুরে!
প্রবোধিতে নাহি পারে, সুমিত্রা-নন্দন।
সেই রাম,— কোন প্রাণে আজ, পাঠালেন
কাননেতে তোমা, বুঝিতে না পারি।

কেন অকারণে রাবণের শক্তি-শেল,
বক্ষঃপাতি নিল বীর, সুমিত্রা-নন্দন?
বানর-রাক্ষস রণ, কেন হ'ল হায়!
তিলে, তিলে, অশোক-কাননে, শমনেরে
দিতে যদি চির-আলিঙ্গন,—কিবা ক্ষতি ছিল?
হ'ল রণ শেষ—রক্ষ-কুল হইল নির্মূল!
মুক্ত হ'লে, বন্দী-দশা হ'তে—স্বামী তব,
ইচ্ছিলেন—পরীক্ষা তোমার; অগ্নি-ঠাঁই
জানালে মিনতি তব।— "হে পাবক,
তুমি জান সবারই অন্তর, যদি আমি মনে, মনে,
স্বপনেও কভু, রঘুনাথ বিনে অন্য কোন
পুরুষের চিন্তা করে থাকি কভু, মুহূর্তের লাগি',
দহ, দহ, অঙ্গ মম—পাপ তনু
হ'ক ভস্ম, শেষ—পরশে তোমার।"
সতী-দেহ পরশিয়া, হুতাশন হ'ল নির্বাপিত!
অমলিন কেশ, বেশ, যা ছিল যেমন,
প্রত্যর্পণ করি' দিল শ্রীরামের ঠাঁই—
সতীর পরশে, অগ্নি আনন্দে বিবশ!
শিহরি, শিহরি, স্মরি, সেই পুণ্য-স্মৃতি
আপনার ভাগ্যে দেয় জয় শতবার!

আকাশে অমরা-বৃন্দ ডাকি' বলে সবে,
"জয়, পতিব্রতা জয় ;—তব পুণ্যে ধন্য ত্রিভুবন।"
তুরন্ত সাগর—তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি'
'জয় পতিব্রতা' বলি', আছারিয়া পরে তটকোলে।
জাগতিক যত শব্দচর—স্তব্ধ হ'ল
শুভ সেই 'জয়-ধ্বনি' মাঝে—নম্র-মুখী তুমি সীতে,
কর-যুড়ি, পতি পদতলে, দাঁড়াইলে,
সজল-নয়নে—রঘুপতি, প্রসন্ন নয়নে চাহি',
সমাদরে করিয়া গ্রহণ—'ধন্য বলি',
মানিলেন নিজের জীবন !

অযোধ্যায় এলে—কাটাইলে সুখে কিছুকাল।
কতদিনে হ'লে, গর্ভবতী। হা, তুখিনী
জনক-নন্দিনী ! জীবন আকাশে তব
ঘনাইয়া এল—সুগভীর ঘন-অন্ধকার।
প্রজা-মুখে নিন্দা তব করিয়া শ্রবণ,
ব্যথিত সে রঘুনাথ, লক্ষ্মণেরে ডাকি',
'নির্দোষী' জানিয়া তবু, দণ্ড তব করিল বিধান—
হায়, প্রজা-রঞ্জনের লাগি' ! কাল তারে বলেছিলে,
'বনে যেতে সাধ, দিনেকের তরে।' সেই ছলে,
লক্ষ্মণ রাখিয়া গেল বাল্মিকীর তপোবনে, একা অসহায় !
আসিবে না ফিরে আর, একতিল অভিযোগ,
উঠিল না বিরুদ্ধে তাহার—তোমার অন্তরে।
কী মহান্, ক্ষমা দেবী, কী গভীর স্বামী-প্রেম তব—
কী অচল শ্রদ্ধা তাঁরি পরে।

বিশ্ব আজ বিস্ময়েতে স্তব্ধ শুধু রয়, হে দেবি জানকি,
এখনি ত হ'বে দিন-শেষ ; সন্ধ্যা ঐ নামে
ধীরে, ধীরে।— তব তরে ক্ষুব্ধ ধরা চিরদিন
ব্যথিত হৃদয়ে, নীরবে সহিবে দুখ-ভার!
থাক সুখে, অযোধ্যা-নগরী, লয়ে যত
প্রজাপুঞ্জে, পুরবাসি জন—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ—
তুমি থাক, এই ভাবে বৃক্ষতলে, বনবাসে,
ভূমি-শয্যা 'পরি—থাক দেবি, তাই থাক,
জাগিও না আর।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ সাল।

পনেরোই আগষ্ট

স্বাধীনতা তুমি এলে এ ভারতে, বিধাতার তুমি শ্রেষ্ঠ দান,
সুখের পরম উৎস তুমি গো, চরম দুঃখে মুক্তি স্নান !
বন্ধন ঘুচি' আজি জননীর, স্বাধীন মুকুটে শোভিত শির,
স্বাধীন সূর্য্য উদিল ভারতে, বন্দনা গাহি ধরিত্রীর !
(কোরাস) দিকে দিকে উঠে আনন্দ-রোল, স্বাধীন ভারতে গভীর রবে,
উড়িছে পতাকা, বাজিছে শঙ্খ, মত্ত ভারত মহোৎসবে।

গভীর নিশীথে এলে স্বাধীনতা, সুপ্ত ভারতে মুক্ত করি,'
যাঁরা দিল প্রাণ এ দিনের লাগি' আঁখি-জলে আজ তাঁদের স্মরি।
বিধির আসন টলাল যাঁহারা, এ স্বাধীনতা যে তাঁদেরই দান,
মুক্ত ভারত কাঁদিছে আজিকে স্মরিয়া সে সব মহৎ প্রাণ !
(কোরাস) দিকে দিকে উঠে আনন্দ-রোল, স্বাধীন ভারতে গভীর রবে,
উড়িছে পতাকা, বাজিছে শঙ্খ, মত্ত ভারত মহোৎসবে।

ঘৃণার ভ্রূকুটি হানিয়া বিশ্ব, জানিত তাদের সে পরিচয়,
আদিকাল হ'তে কখনও জগতে হয়নি এভাবে শত্রুজয় !
কোটি কোটি প্রাণ গিয়াছে কাঁদিয়া, ভারতের এই বন্ধনে মরি' ;
নাই যাঁরা আজ, স্বাধীন ভারত কাঁদিছে এ দিনে তাদের স্মরি'!
(কোরাস) দিকে দিকে উঠে আনন্দ-রোল, স্বাধীন ভারতে গভীর রবে,
উড়িছে পতাকা, বাজিছে শঙ্খ, মত্ত ভারত মহোৎসবে !

সভ্য-জগত মারণ-অস্ত্রে, ভাবিল বিশ্ব করিব ক্ষয়,
অহিংসা অস্ত্র হানিয়া ভারত, সবারই উপর লভিল জয়।
বিচিত্র এই সমর নেহারি', শ্রদ্ধায় আজি নম্র সবে,
দেশে দেশে ওই উঠিয়াছে ধ্বনি, 'ধন্য ভারত, ধন্য' রবে,
(কোরাস) দিকে দিকে উঠে আনন্দ-রোল, স্বাধীন ভারতে গভীর রবে,
উড়িছে পতাকা, বাজিছে শঙ্খ, মত্ত ভারত মহোৎসবে।

বাস্তু হারায়ে কাঁদিছে যাহারা, আজিকার দিনে তাদের লাগি' ;
তুচ্ছ এ প্রাণ করিবারে দান পারি যেন, তাই বিধিরে মাগি।
খণ্ড ভারত অখণ্ড হ'ক, আজিকার দিনে ইহাই চাহি।
আকাশে বাতাসে উঠিয়াছে ধ্বনি, 'সেদিন আর সুদূরে নাহি।'
(কোরাস) দিকে দিকে উঠে আনন্দ-রোল, স্বাধীন ভারতে গভীর রবে,
উড়িছে পতাকা, বাজিছে শঙ্খ, মত্ত ভারত মহোৎসবে।

২২শে শ্রাবণ, (১৫ই অগাষ্ট) ১৩৫৪ সাল।

সোনার বাঙ্‌লা

বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙালী যে সবাই বলে।
ভক্তি প্রেমের অঞ্জলি যে দিব মায়ের চরণ তলে।
কোথায় এমন আছে নদী, ভরা কুলে, কুলেতে,
মায়ের অঙ্গে দোলে চামর ধবল কাশের ফুলেতে।
কমল, কুমুদ হাসে জলে কোথায় এমন শোভনা,
শাখীর পরে তুলে পাখী মধুর সুরের মোহনা।
কোথা এমন রসাল ফল, ফলে পথের দু'ধারে,
তিয়াসে দেয় স্বাদু নীর, শাঁসে হরে ক্ষুধারে।
যম-বিজয়ী বোনটি আঁকে, তিলক ভাইয়ের ললাটে,
যমের দুয়ার রুদ্ধ কোথা, কাঁটায় ঘেরা কপাটে।
কোথা এমন চাঁদকে খোকন ডাকে তুলি' দু'হাতে,
চাঁদ-মুখে মা দেয় যে ভরি' চুমার পরে চুমাতে।
চাঁপা, চন্দন, মাঘ-মণ্ডল ব্রত পুণ্য-পুকুরে,
ক'রতে এমন দেখবে কোথা, সকল ঘরের খুকুরে।
মায়ের দাসী আনতে ছেলে আনে কোথা বধূরে,
আর কোথা নাই, আছে শুধু হেথায় এ সব মধুরে!
কোথায় এমন প্রভাত, সন্ধ্যা আসে মোহন মধুরা,
তুলসী-তলে প্রদীপ জ্বালে কোথায় সাঁঝে বধূরা।
কোথা এমন বেণু-বনে বাজে মোহন-বাঁশরী
সোনার বাঙ্‌লা মা যে আমার কোথায় র'ব পাসরি!
সবুজ, শ্যামল ফলে ফুলে, ফলায় ফসল অধরা,
প্রকৃতি সে মায়ের দাসী, আপনি সাজায় পশরা।
আমাদের মা সোনার বাঙলা, রাণীর মত রূপেতে,
তাঁরি রূপের ছটা লাগি' ঢল নামে যে বুকেতে।
এই বাঙলায় জন্মিয়াছি, নমি মায়ের চরণে,
জন্মে জন্মে আসি যদি, দুঃখ কোথায় মরণে।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল।

বঙ্গবাণী

হায় মা বঙ্গ ভাষা!
হে, মহিমাময়ী, তুমি জ্যোতির্ময়ী, তোমারই তুলনা
তুমি বিনে কই?
বাঙ্গালীর বুকে চির-শোভাময়ী;
ও রূপ ঝলকে, নয়ন পলকে মিটে শত সাধ আশা!
কত জনে দিলে বর—
কত অগণিত সাধক-প্রবর, তব বন্দনা গাহিয়া অমর
হ'য়েছিলো যাঁরা, এ ভারত পর কোথায় তাঁহারা
এ মরু সাহারা, হায়, আজ তুমি পর!
মনীষী, সাধক-দল—
যখন যে রূপে যাঁরে দিলে সাড়া, বাঙলার বুকে চির-মনোহরা,
তিলে, তিলে, তব রূপের পশরা, শত ধারে মরি!
পরে ঝরি', ঝরি', যেন ফুটন্ত শত-দল!
অমল সৌরভ তব—
দিক্ দিগন্তে, ছুটে বায়ু সম, সুযশ, সুরভি, মরি মনোরম;
সে দিন কোথায়, মরি খেদে হায়, এ দুখ কাহারে কব?
বাঙালীর বুকে, বুকে—
শৈশব হ'তে বাড়ি ধীরে, ধীরে, হ'লে গরীয়সী শত স্নেহ-নীড়ে;
অধীন ভারত-জননীরে ঘিরে, নয়নের জল ঝরে অবিরল,
কাঁদিয়াছ কত দুখে!
অধীন ভারত-ভূমি—
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরা দু'টি পায়, ভূমিতে লুটায়ে সকাতরে চায়;
কে ছিল তখন সেদিনে সহায় দুর্দিনে তার?

নিলে সেবা-ভার, ভারত-দুহিতা তুমি!
সেই স্বাধীনতা লভি'—
ভারত-মাতার প্রাণের দুলালী, হায় বঙ্গবাণী, কি তোমারে বলি!
বাঙ্গালীর বুকে কি আগুন জ্বালি' এই গ্লানি তার
ঘুচিবে কি আর হেরি' তব দীন ছবি!
ঋণী রব চিরদিন—
তোমার সে দান স্বাধীনতা রণে, হায় বঙ্গবাণী ভুলি মা কেমনে;
কত যে প্রেরণা দিলে জনে জনে, সে দিনেতে হায়
কে ছিল সহায়, শুনিনি ত কোন দিন!
হেরি' লাঞ্ছনা তব—
নীরবে র'য়েছি দূরেতে সরিয়া, রয়েছি বাঁচিয়ে জীবনে মরিয়া,
কত ভ্রাতা হায়, মরণে বরিয়া অমূল্য প্রাণ
করিল যে দান, এ কথা কাহারে ক'ব?
(যাঁরা) প্রাণ দিল হাসি মুখে—
সার্থক আজি এ মহান দান, হে মাতৃভাষা তোমার সম্মান—
তুচ্ছ ত নয়, কত মহীয়ান—দেখাল জগতে
বীর শতে, শতে, নিয়ে বুলেটের গুলি বুকে।
বিদেশী শাসন-কালে—
ক'জনা জানিত বিদেশীর বুলি, রাষ্ট্রভাষা বলি' নিল শিরে তুলি';
আজিও বাঙ্গালী যায়নি তা ভুলি—রাণী নয় রাণী,
রাণী ভিখারিণী, এই কি লিখন ভালে?
এ ব্যথা কি ভোলা যায়?—
রাষ্ট্রভাষা হ'তে তুমি, দূরে সরি', কাঁদে বঙ্গভূমি, সেই খেদে মরি';
আঁখি নাই, মোরা দেখিব কি করি, নোবেল প্রাইজ
আনিয়া অর্ঘ দিল যে জননী পায়।

এ দুখ সহনাতীত—
বিশ্ব-জয়ী ভাষা ওগো বঙ্গবাণী'
স্বাধীন ভারত লইল না মানি'—
রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ-মানের আসনে হ'লে না প্রতিষ্ঠিত।
আসিবে সেদিন ফিরে—
যোগ্য আসনে স্থাপিবে যতনে, দিক দেশ হতে সুধী, গুণী জনে ;
হাসিবে ভারত, হাসিবে ভারতী, লভিবে তোমার
যোগ্য আরতি, জয়ের মুকুট শিরে !

১৮ই চৈত্র ১৩৫৮।

চাষী-ভাই

মেঘেরা ছুটেছে, তাই গুরু, গুরু, গুরু, আকাশ ডাকে—
মেঘেরা চলেছে, আকাশের বাঁকে বাঁকে।
আধারে ঘেরিল আঁধার,
মেঘের সাথে চলে, কোন নিষেধ না মানে বাধার ;
আকাশ, ধরণী, ঘেরে এধার, সেধার
এলোরে বরষা, চাষীর ভরসা,
স্বপনের জাল বোনে !—সোনার ফসলে,
শোধিবে সে দেনা ভাবে বসে তাই মনে।
এই ভরসায় বাঁধিয়াছে বুক,
মহাজন যত করিয়াছে তাড়া, ভাবে নাই মনে দুখ।
ক্ষেতে ক্ষেতে তার, সোনার ফসল, ফলাবে সে ভারে ভারে।
ঘন মেঘ-ভার চলে দলে, দলে,
দেখে সুখে প্রাণ ভরে।
মাঠে ছুটে যায়, লাঙ্গল চালায়, ঝড়, জল, রোদে পুড়ে,
কোন দুখ নাই, সুখী চাষী ভাই, সারা মাঠ চষে ঘুরে।
আট বছরের মেয়েটি মাঠের বাঁকে—
ভাত নিয়ে এসে খাবার তরেতে ডাকে,
গাছ-তলাতেই ভাত খেয়ে নিয়ে,
তামাক টানে সে বসে।
সাবাস চাষী ভাই, ফিরে ধরে হাল, ঘরে ফিরে দিন শেষে !
এমনি করেই চাষ শেষ করে,
দেয় সেথা বীজ বুনে—
সোনার ফসলে হেসে উঠে মাঠ, তোলে আঁটি ঘরে গুণে।

অনেক দুঃখ, বহু বেদনায় ফলান ফসলে তার,
মহাজন আর সরকারী লোক, নিল ফসলের ভার।
দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ,
মাটি ভিজে গেছে ঘামে ;
জীবনের সব সফলতা এরা কিনেছে স্বল্প দামে।
তার কিছু নেই এই কথাটাই কিছুতে বোঝে না যেন,
এই দুনিয়ায় তার মত হায়, কোথা আছে নির্বোধ হেন।
অবাক চাষী ভাবে বিপুল বিস্ময়ে,
এরাই মালিক হ'ল কথাটি না কয়ে।
মহাজন নিল দেনার দায়েতে, বুঝিল মানেটা তার,
'লেভি' প্রথা বলে সরকার নিল, মাথায় ঢোকে না আর!
চাষা ভেবেছিল, বাজার চড়িলে পরে,
খোরাকি রেখে সে বিকাবে অধিক দরে।
চোরা-কারবারী কারে বলে, সেত জানে না কিছুই তার ;
সরল, অজ্ঞ, গ্রাম্য চাষী সে ধারে না সে সব ধার।
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে চাষী শুধু,
কোলের শিশুটি কাঁদে, কাঁদে তার দিদি, আর কাঁদে চাষী-বধূ।
এই ভাবে চাষী বছর, বছর, চাষ করে খেটে-খুটে,
মাঠের ফসল উঠানে থাকিতে, পাঁচজনে লয় লুটে।
তার শ্রমে হয় পাকা ইমারত, গাড়ী,
চাষী থাকে অনাহারী, কে তার খবর রাখে!
বছরের পর বছর কাটে, চাষী অনাহারে থাকে।
শোন চাষী ভাই, চাষ ছেড়ে দাও, মাঠেতে যেও না আর,
বিশ্বেরে তুমি অন্ন জোগায়ে নিজে লও অনাহার।
আর পেত না হস্ত মহাজন-দ্বারে, চুপ করে থাক ডুব নাক ধারে।

চোরা কারবারী, লেভি প্রথাগণ, এরাই ধরুক হাল,
তুমি চুপ করে থাক দেখি ঘরে ;
ধনীরে বাড়ায়ে, তুমি অনাহারে রবে আর কতকাল,
শোন চাষী ভাই, যেও না কো মাঠে, এবার ধ'র না হাল।

৭ই মাঘ, ১৩৬০ সাল।

শ্যামা নাই

শ্যামা নাই,
নাই মোর সে শ্যামাপ্রসাদ—
নির্ভীক পুরুষ-সিংহ, বীর পুত্র মোর,
অকস্মাৎ নিদারুণ বজ্রাঘাত-প্রায় কি শুনালে মোরে ?
এই ত সেদিন কাশ্মীরে গেল, মোর দাবী নিয়ে,
আর ফিরিবে না ?
বাস্তু-হারা অগণিত নির্য্যিত সন্তানে মোর, কে তবে দেখিবে,
লাঞ্ছিত রমণী তরে, কার প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া ?
বর্বর, নৃশংস অত্যাচারে, তীব্র প্রতিবাদে
কে রুধিতে যাবে তাহাদের ?
কেহ নাই, কেহ নাই আর, শত অবিচার নীরবে সহিতে হ'বে !
কি করিয়া মৃত্যু আসি' নিল তারে হরি',
কেহ দেখিল না !
আমার সে বক্ষঃরত্ন, সে অমূল্য-প্রাণ,
কোন পথে নিভিল সে দীপ,
রবে কি রহস্যে ঢাকা চির-অন্ধকারে !
হে বাঙালী, রহিবে নীরবে, চাহিবে না এ বিচার 'শ্যামা নাই' বলি'।
দাসত্ব-শৃঙ্খলে ছিনু পরাধীন, বিশ্বের লাঞ্ছিত হ'য়ে,
যুগ-যুগান্তর—
কত কশাঘাত, কত নিপীড়ণ, কত প্রলয়ের ঝড়,
গেল এই বক্ষঃতলে বহি' !
কত অগণিত মাতৃ-গত-প্রাণ বীর সন্তানে মোর,
একে একে দিনু ডালি', দুর্ভাগিণী মোর লাগি'।

ফাঁসীর মঞ্চে দিল কত শির বিদেশীর অবিচারে,
হিসাব কোথায় আজ ?
সেই স্বাধীনতা এল, অর্দ্ধ অঙ্গ ছিন্ন করিয়া মোর !
সন্ত-ছিন্ন সেই ক্ষত হ'তে, শোণিত ক্ষরিছে আজও,
শত ধারে ঝরি ঝরি।
শ্যামা বিনে মোর কে তাহা দেখিবে !
না শুকাতে সেই ক্ষত, এ কি বজ্রাঘাত !
আজ ত বিদেশী নাই, এত নয় বিদেশীর কারাগার,
বিদ্রোহী নহে, মাতৃগত-প্রাণ মহান পুত্রে মোর,
কোন অপরাধে বন্দী করিয়া, তারই দেশবাসিজনে,
তৃণের তুল্য তুচ্ছ করিয়া, মরনেরে দিল ডালি সেই মহামহীরুহে !
কোথায় দাঁড়াব, দুর্ভাগিণী হায়, আজ কোথা মোর ঠাঁই,
শত প্রশ্ন উঠে মনে, কোথায় উত্তর !
মর্ম্মঘাতী এই কথা সত্য হ'বে আজ,
নিঠুর এ সত্য শুধু—'নাই শ্যামা নাই'।

১১ই আষাঢ়, ১৩৬০ সাল।

টাকশাল

টাকশাল, টাকশাল, টাকশাল,
টাকা তৈরির যন্তর আছে সেখানে।
আছে বিরাট বড়, বড়, মেসিন, গনগনে
ইলেকট্রিক আগুনে, রাশি, রাশি,
প্রকাণ্ড নিকেলের খণ্ড গুলি, জলের মত গ'লছে।
জ্বলন্ত তরল নিকেল হচ্ছে ঢালাই,
যাচ্ছে চালান, মেসিনের পর মেসিনে—
ক্রমাগত একটার পর একটায়, আর
প্রতিবারেই হচ্ছে রূপান্তর—একটু, একটু,
রূপ তার—নতুন নতুন রূপে, হচ্ছে উজল,
হচ্ছে মসৃণ, হচ্ছে স্বচ্ছ, ক্রমে—আবার
যাচ্ছে চালান, মেসিনের পর মেসিনে।
গোল, গোল, চাকৃতি—টাকার আকারে
অবিশ্রাম ঝরছে, ঝর, ঝর, ঝর—
যেন শ্রাবণের ধারা, মেসিনের মুখে।

টাকশাল, টাকশাল, টাকশাল,
টাকা তৈরির যন্তর আছে সেখানে।
হচ্ছে সাবান জলে ধোওয়া,
হচ্ছে করাতের গুঁড়োয় ডলাই, মলাই,
হচ্ছে সাফাই, হচ্ছে বাছাই।
ফাটা, কাটা, অসমান যত—যাচ্ছে বাদ ;
ফের যাচ্ছে মেসিনে।

এবার ছাপ নিয়ে সগু তৈরি,
ঝক, ঝকে, স্বচ্ছ কাঁচের মতন
চোখ ঝল্‌সান টাকা—আবার ঝরছে
ঝম্‌, ঝম্‌, ঝম্‌।

কখনও স্বরূপে কখনও রূপান্তর হ'য়ে
এই টাকা যাবে দেশে, বিদেশে—
যাবে বড়, বড় কত সহরে, সহরে—
যাবে বড়, বড় কোম্পানীতে—ট্রেনে, প্লেনে জাহাজে,
বড়, বড় ধনীর ধন আরও বাড়াবে।
যাবে রেডিও, সিনেমা, বেতারে, যাবে
চোরাকারবারীদের হাতে—জলে, স্থলে,
আকাশে বাতাসে যে যেমন নিতে পারবে
যাবে এ টাকা ছড়িয়ে।
কিন্তু, এই অসংখ্য কুলি মজুর যারা খাট্‌ছে,
দিনের পর দিন লড়ছে, এই যন্ত্র-দানবের সঙ্গে,—
প্রাণ-সংশয় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ;
এই অজস্র টাকা যারা তৈরি করাচ্ছে,
রাশি, রাশি, স্তুপাকৃত—ঝক, ঝকে টাকার পাহাড়—
বিশাল হলের এধারে, ওধারে,
কুরু-সভার দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত
বিস্ময়ের ব্যাপার! এই বিশাল টাকার সমুদ্র,
যারা ক'রছে নাড়া, চাড়া, গুণছে, সাজাচ্ছে—
নিয়ম মাফিক সামান্য মজুরী ব্যতীত,
এতে তাদের নেই কোন অধিকার!

যাবে না কেবল তাদের ঘরে,—সামান্য দরিদ্র, মজুর, কুলী!
হয়ত আসে,—কত অসময়, কত অভাব জীবনে,
কে তাহা জানে!
খোলার ফুটো ঘরে, হয়ত বর্ষার জলে যায় ভেসে,
আসে রোগ, শোক,—হয়ত আসে ছোটখাট কত দায়,
জানে—এ টাকায় হবে না তাদের আসান কোন।
হয়ত অসতর্ক কোন এক ক্লান্ত মুহূর্ত্তে,
ওই যন্ত্র-দানবের গ্রাসে, তুচ্ছ দরিদ্র প্রাণ
দিতে হবে বলি!
কি তাতে যায় আসে—একটু হৈ, চৈ,
একটু ক্ষুদ্র উত্তেজনা, হয়ত হ'বে।
সহকারী কর্ম্মী যারা,
তারাই প্রাণ-হীন দেহটাকে,
বাইরে স্থানান্তরে নেবে টেনে।
ঘরে পরিবার, পরিজন, থাকবে আশা করে,
কখন মজুরী নিয়ে ফিরবে বাড়ী!
হয়ত এদের কাছেই পাবে খবর—সে আর ফিরবে না!
সরকার সামান্য কিছু দেবে ধরে।
যে সব বড়, বড়, ধনী এ সব টাকা
দু'হাতে ক'রবে খরচ, নিজেদের সুখ,
স্বচ্ছন্দ, আরাম, আনন্দ, কিসে বাড়ানো যায় ভাববে,
ভাববে নিজের পদ-মর্য্যাদা কিসে আরও বাড়বে—
তারা জানবে না এর কিছুই কোনও দিনও।

টাকশাল, টাকশাল, টাকশাল,
টাকা তৈরির যন্তর,
এইটাই শুধু জানি।
কোন দিন কে আর ফিরবে না ঘরে,
এ ইতিহাস কেউ জানবে না,
আমাদের সকলের কাছেই এ কথা,
এমনি অজানাই চিরদিন থাকবে।

৬ই আষাঢ় ১৩৬২ সাল।

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী রচিত কাব্য-গ্রন্থ

'মনের কোণে'র সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

......আলোচিত কাব্য-গ্রন্থের লেখিকা সম্পূর্ণ নবাগতা হ'য়েও এই গ্রন্থের মধ্যে যে কাব্য রস-সম্পদ পরিবেশন করেছেন, তা যে কোন কাব্য রস-পিপাসুর পক্ষেই আনন্দদায়ক। —দৈনিক বসুমতী, ১১. ৯. ৫৫

......বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী কবিতার মধ্য হইতে তাঁহার যে কবি মানসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মনকে সত্যই মুগ্ধ করে। —যুগান্তর, ৬. ১১. ৫৫.

......In the poems of 'Moner Kone' one would discover the poetic talents of Sm. Snehalata Devi, which she could keep unruffled in the innermost recesses of her mind even late in life....With the thought-contents also ancient & modern the poems seem delightfully readable.

—Hindusthan Standard, 9. 10. 55.

......কবিতাগুলিতে স্নিগ্ধ সুন্দর একটি কবি চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যানুরাগীদের কাছে এ বই-এর সমাদর হ'বে বলেই আমরা আশা করছি।

—আনন্দবাজার, ২৭. ১১. ৫৫.

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী রচিত কাব্য-গ্রন্থ

'মনের কোণে'র সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

……লেখিকার রচিত অর্ঘ্যগুলির কোনটিই 'তুচ্ছ' নয়। ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ-হিতৈষিণা, বরেণ্য চরিত্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্পণ, প্রভৃতি নানা বিষয় কবিতাগুলির উপজীব্য। প্রকাশভঙ্গী সাবলীল, ছন্দ দুর্ব্বল নয়, শব্দ সজ্জা শোভন।

—উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৬২

……লেখিকা বয়সে প্রবীণা, তাঁর কবিতাগুলিতেও প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্য আছে। অথচ তাঁর মনোভাব নিতান্ত সেকেলে নয়।…মনের কথা অভ্যস্ত রীতিতে সহজ করে বলেই তিনি খুসী। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন বেছে নিয়েছে পরিচিত ভাষায় সরল সুগম পথ।…শেষ কবিতা 'চই চই'—হাঁসেদের কথা নিয়ে—বড়ই মনোজ্ঞ এবং সরস…।

—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৬২

……সৌন্দর্য্য শিল্পের রস চেতনায় আদর্শবাদ, বস্তু-তান্ত্রিকতা ও রোমান্টিসিজম প্রভৃতি ভাব প্রবাহ বিচ্ছিন্নভাবে বহমান হয়ে প্রৌঢ়া অন্তঃপুরচারিণী কবির চিন্তার সমগ্র রূপটি সুন্দর হয়ে তাঁর মনের কোণের মধ্য থেকে আমাদের মর্ম্ম-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, এখানেই তাঁর কাব্য রচনার সার্থকতা।

—ভারতবর্ষ, ১৩৬২

……সুকবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখিত পরিচায়িকার প্রতিধ্বনি করে বলি "এই বইখানি পড়ে বারবার এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে আমাদের সংসারে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা মা-বোনদের প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টির অভাব নেই।"

—তরুণের স্বপ্ন, শ্রাবণ, ১৩৬২

★

ক'দিন আগে 'মনের কোণে' পড়ে যে আনন্দ ও বিস্ময়-বোধ করেছিলাম, নতুন করে আবার সেইটিই অনুভব করছি।

আনন্দ এই দেখে যে, সুদীর্ঘকাল ধরে নিভৃতে বসে যে নিরলস সাধনা আপনি করেছেন, সেই সাধনার ফলগুলি আজ রসিকজনের মানসভোজের পাত্রে উপস্থাপিত করেছেন। এটা না হলে, কবিতাগুলি আপনার খাতার মধ্যেই বন্দী থাকলে, বাস্তবিকই আক্ষেপের বিষয় হতো।

বিস্ময়—আপনার সরল সুন্দর সহজ কবিমনের সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ চিন্তাশীল মনের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখে। নিজেকে আপনি অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলেও, আপনার মন যে সে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজী হয়নি, তার পরিচয় পাওয়া যায় কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে। সে মন বেরিয়ে পড়েছে রাজপথে জনতার জয়যাত্রায়। যে লেখনী 'পাথেয়' হাতে করে আজ নতুন পথে অগ্রসর হলো, সে আরো বৈচিত্র্যময় পথের সন্ধানে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলুক এই প্রার্থনা।

'পাথেয়'র কয়েকটি কবিতা সত্যই খুব সুন্দর হয়েছে। 'পান্থ' 'জীবনরহস্য' 'ভরত' 'মনের আগুন' 'কোন আমি দামী' প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাবের ব্যঞ্জনায় যেমন গভীর স্বচ্ছন্দ প্রকাশের গুণে তেমনি মনোরম।

৭ বেলতলা রোড
কলিকাতা ২৬

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর 'পাথেয়' পাঠে সুকবি শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয়ের অভিমত

প্রায় দেড়বছর আগে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান নচিকেতার জননী শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর 'মনের কোণে' হঠাৎ দৃষ্টি দেবার সুযোগ ঘটেছিল। সেদিন তাঁর সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থখানির রসাস্বাদনের পর এই কথাই মনে হয়েছিল যে লেখিকা যথার্থই কবি-প্রতিভার অধিকারিণী। বয়সে প্রবীণা হলেও এঁর মনটি আজও নবীন। তাঁর রচনাবলী যদি যথাসময়ে লোকলোচনের গোচরে আসতো তবে তিনি যে সে যুগের একাধিক যশস্বিনী মহিলা কবির সঙ্গে একাসনে বসবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেদিন যাঁরা কাব্যলক্ষ্মীর চরণপদ্মে তাঁদের ছন্দার্ঘ নিবেদন করে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন স্নেহলতা দেবীর দান তাঁদের রচনার তুলনায় কোনও অংশেই নিষ্প্রভ নয়।

তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থখানি পাঠে আমাদের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হল। শুধু আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে, তিনি কেন তাঁর এই রচনাবলী আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অপ্রকাশিত রেখেছিলেন ? কাল এখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী ও ভাষা আজ রূপান্তর গ্রহণ করেছে। কাব্য রচনার রীতি ও পদ্ধতি আজ বদলে গেছে। বিষয় বস্তুও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। একালের পাঠকদেরও রুচি ও রসবোধের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রগতির এই প্রবল প্রবাহে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্য যে লক্ষ্যাভিমুখে ত্বরিতবেগে ধাবমান, সেই নবীন যুগে শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর এই বিগত যুগের রচিত কবিতাগুলি প্রাচীন ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবার আশংকা করি। তথাপি, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে যে যথার্থ কাব্য রসিকদের কাছে এর অনাদর হবে না। এর মধ্যে যে আন্তরিকতার সুর রয়েছে, ভাবপ্রকাশের যে সরল মাধুর্য রয়েছে, ভাষা ও ছন্দের যে সাবলীল ভঙ্গী রয়েছে তা কাব্যরসবেত্তাদের অনেককেই আনন্দ দিতে পারবে।

৭২, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা—২৯

নরেন্দ্র দেব